Political science 4th semester SEC

পুলিশের ভূমিকা, দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং প্রতিক্রিয়া

অপরাধী বিচার ব্যাবস্থা

১৪.১ যে কোনও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হ'ল ভূমির আইন, বিশেষত একটি গণতান্ত্রিক সমাজে। গণতান্ত্রিক সমাজে আইন বিবর্তনের খুব প্রক্রিয়াটি তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মতির মাধ্যমে আইনটির জন্য জনগণের অনুমোদনের একটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। আমাদের দেশে পুরো ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা তাই ইউনিয়ন সংসদ এবং রাজ্য আইনসভায় আইন পাসের আবর্তে ঘুরে বেড়ায়। সিস্টেমের স্থায়িত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা প্রথমত সময়ে সময়ে সময়ে গৃহীত বিভিন্ন আইনের সহজাত শক্তি বা দুর্বলতার উপর নির্ভর করবে। আইনসভা, সংস্থাগুলিতে আইন তৈরির পরে, সরকার কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত বিভিন্ন এজেন্সি তাদের আইন প্রয়োগ করে। রাজ্যটিতে প্রাথমিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে পুলিশ এই পর্যায়ে আসে। পুলিশী বলপূর্বক আইন প্রয়োগের লঙ্ঘনের ঘটনার সাথে সাথে তার যথাযথ নোটিশ গ্রহণ এবং অপরাধীর পরিচয় সহ এর সংযুক্ত তথ্যাদি নির্ধারণের প্রাথমিক অনুশীলন। এরপরে বিষয়টি বিচার বিভাগের সামনে বিচারের দিকে যায় যেখানে প্রসিকিউটিং এজেন্সি কর্তৃক উপস্থাপক সংস্থা অর্ক দ্বারা উপস্থাপিত সত্যতাগুলি প্রমাণিত হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি মামলার পক্ষে তার পক্ষে উপস্থাপন ও তর্ক করার পূর্ণ সুযোগ পায়। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারের ফলাফল যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হেফাজতে রাখার মাধ্যমে বা রাষ্ট্রীয় দোষকর্তাকে এবং / বা ক্ষতিপূরণ হিসাবে জরিমানা হিসাবে কিছু পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে অপরাধের শিকার। এমনকি দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে কারাদণ্ড হতে হয়েছে এমন ক্ষেত্রেও, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তাকে এ জাতীয় শারীরিক হেফাজত থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং তার সংস্কার ও সমাজে ফিরে আসা সহজতর করার সহজলভ্য অবলম্বনমূলক সংশোধনকারী সংস্থাগুলি তাকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখার আইনী বিধান রয়েছে। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা অপরাধের ঘটনা থেকে পুরো পরিস্থিতি জুড়ে থাকে, যেমন আইন দ্বারা দণ্ডনীয় যে কোনও বিচক্ষণ আচরণ, প্রয়োগকারী সংস্থার তদন্তের তদন্ত, প্রসিকিউটিং আইনজীবী এবং প্রতিরক্ষা আইনজীবী সহায়তায় আদালতে বিচারিক রায়, অপরাধী ব্যক্তিকে দ্রুত স্বাভাবিক আচরণে ফিরিয়ে আনা এবং অবশেষে কারাগারের প্রশাসন অপরাধীকে পুনরায় সামাজিকীকরণের চূড়ান্ত অবজেক্টের সাথে তার অপরাধ পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত রাখার সুবিধার্থে সংশোধনমূলক পরিষেবাগুলির কার্য সম্পাদন। পুলিশ, প্রসিকিউটর, অ্যাডভোকেট, বিচারক, সংশোধনমূলক পরিষেবা এবং জেলগুলিতে কর্মীরা এই ব্যবস্থার বিভিন্ন স্বতন্ত্র সংগঠিত উইংস গঠন করে। সিস্টেমের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হ'ল সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। সিস্টেমের সাফল্য, সুতরাং, এই

উদ্দেশ্যটি সুরক্ষিত করার জন্য সমস্ত পক্ষকে একত্রিত করে এবং তাদের সমন্বিত কার্যকারিতা দ্বারা সিস্টেমের উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে সঠিক বোঝার উপর নির্ভর করে। অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিশেষ ভূমিকা সহ পুলিশের ভূমিকা, কর্তব্য, ক্ষমতা এবং দায়িত্বগুলি পরম পরিসরে বিচ্ছিন্নভাবে অস্বীকার করা যায় না, তবে অপরাধীর সাফল্যের জন্য সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তার সাথে সজ্জিত হতে হবে সামগ্রিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থা। আমরা আন্তঃ সম্পর্কের ফলে প্রবাহিত পুলিশ ভূমিকার সীমাবদ্ধতাগুলি উত্তরোত্তর অনুচ্ছেদে পরীক্ষা করার প্রস্তাব দিই।

ফৌজদারি আইন

১৪.২ আমাদের দেশের মৌলিক ফৌজদারি আইনটি ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি এবং প্রমাণ আইন দ্বারা গঠিত, এগুলি সমস্তই মূলত nine নবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কল্পনা করা হয়েছিল এবং মূলত তাদের মূল অক্ষরে অক্ষত রয়েছে তারপর থেকে ফর্ম। ১৯ 3 ৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির সংশোধিত কোডটি কোডের পূর্ববর্তী সংস্করণটি মূলত পুনরুত্পাদন করে। যদিও ভারতীয় দণ্ডবিধি বিভিন্ন ধরণের বিচ্যুতিমূলক আচরণের এক বিস্ময়কর সংজ্ঞা দেয়, ফৌজদারি কার্যবিধি তাদের মোকাবেলার জন্য পুলিশির দায়বদ্ধতা সীমাবদ্ধ করে। পেনাল কোড আরকের অধীনে অপরাধগুলি দুটি বিভাগে বিভক্ত: জ্ঞানীয় এবং অজ্ঞাতনীয়। সনাক্তযোগ্য অপরাধে, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সত্যতা সন্ধানের মাধ্যমে অভিযোগের বিষয়ে তাত্ক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার পুলিশের সরাসরি দায়িত্ব রয়েছে, অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা এবং আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা করা। অ-জ্ঞানযোগ্য অপরাধের চাপটি সাধারণত ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষগুলি কর্তৃক আদালতে অনুসরণ করা বাকি ছিল। কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োজনবোধে প্রয়োজনে বিশেষভাবে ম্যাজিস্টেরিয়াল অনুমতি প্রাপ্তি ব্যতীত পুলিশ অজ্ঞানীয় অপরাধে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অপরাধগুলি জ্ঞানীয় ও অজ্ঞাতসারেযোগ্য হিসাবে শ্রেণিবদ্ধকরণে, এটি মনে হয় যে কোডের কাঠামোকারীরা সম্পত্তির দখল সম্পর্কিত কোনও আইন লঙ্ঘনের এবং মানবদেহের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কিত একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, একটি স্বল্প পরিমাণে জড়িত একটি সাধারণ চুরিও পুলিশ সনাক্তকরণযোগ্য করে তুলেছে এবং আক্রমণাত্মক মামলা-মোকদ্দমা চালানোর পরে ধর্ষণ, হামলা ইত্যাদির সাদা অপরাধগুলি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অজ্ঞাতসারে ধরা হয়। অপরাধের শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং অভিযোগগুলির প্রতি পুলিশের প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধতা, যেমন বিদ্যমান আইনগুলিতে বর্ণিত হয়েছে, সাধারণ লোকদের বোঝা এবং প্রত্যাশা মেনে চলেন না যারা যখন তারা কোনও অপরাধের শিকার হন বা অন্যথায় একটি সঙ্কট পরিস্থিতির শিকার হন , স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের কাছে সাহায্যের জন্য যান। জনগণের প্রাকৃতিক প্রত্যাশার বিপরীতে আইন দ্বারা তাদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ হলে পুলিশ mis অনেক ভুল বোঝাবুঝিতে পরিণত হয়। পুলিশদের সম্পদের সম্ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসাধারণের প্রত্যাশা মেনে চলতে পুলিশের প্রতিক্রিয়া সক্ষম করার জন্য এগুলি সংশোধন করার জন্য কার্যনির্বাহী আইন এবং জড়িত বিধিগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে খতিয়ে

দেখার দরকার রয়েছে। যখন তারা কোনও অপরাধের শিকার হয় বা অন্যথায় কোনও সঙ্কটের শিকার হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের কাছে সাহায্যের জন্য যান। জনগণের প্রাকৃতিক প্রত্যাশার বিপরীতে আইন দ্বারা তাদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ হলে পুলিশ mis অনেক ভুল বোঝাবুঝিতে পরিণত হয়। পুলিশদের সম্পদের সম্ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসাধারণের প্রত্যাশা মেনে চলতে পুলিশের প্রতিক্রিয়া সক্ষম করার জন্য এগুলি সংশোধন করার জন্য কার্যনির্বাহী আইন এবং জড়িত বিধিগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে খতিয়ে দেখার দরকার রয়েছে। যখন তারা কোনও অপরাধের শিকার হয় বা অন্যথায় কোনও সঙ্কটের শিকার হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের কাছে সাহায্যের জন্য যান। জনগণের প্রাকৃতিক প্রত্যাশার বিপরীতে আইন দ্বারা তাদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ হলে পুলিশ mis অনেক ভুল বোঝাবুঝিতে পরিণত হয়। পুলিশদের সম্পদের সম্ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসাধারণের প্রত্যাশা মেনে চলতে পুলিশের প্রতিক্রিয়া সক্ষম করার জন্য এগুলি সংশোধন করার জন্য কার্যনির্বাহী আইন এবং জড়িত বিধিগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে খতিয়ে দেখার দরকার রয়েছে।

জামিন

14.3 জামিনে একটি গ্রেফতার ব্যক্তির মুক্তির জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি বিধান তাই ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে জামিন মুক্তি সম্ভব শুধুমাত্র যদি গ্রেফতার ব্যক্তি sureties প্রণালী দ্বারা কিছু আর্থিক ব্যাকিং আছে হবে। 1970 সালে গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি পিএন ভগবতীর সভাপতিত্বে গুজরাট সরকার কর্তৃক আইনী সহায়তা কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-

"..... জামিন ব্যবস্থা কারণ বৈষম্য

দরিদ্রদের বিরুদ্ধে যেহেতু দরিদ্ররা তাদের দারিদ্র্যের কারণে জামিন দিতে পারবে না এবং ধনী ব্যক্তিরা অন্যভাবে একইভাবে বসবাস করতে পারলে তাদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করতে সক্ষম হবে কারণ তারা জামিন দিতে পারে। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নির্ধারিত জামিনের পরিমাণ বেশি না হলেও এই বৈষম্য দেখা দেয়, ফৌজদারি মামলায় • আদালতের সামনে যারা আনা হয় তাদের বেশিরভাগের পক্ষে এতটাই দরিদ্র যে তাদের সামান্যতম ক্ষেত্রেও জামিন দিতে অসুবিধা হবে পরিমাণ। জামিন ব্যবস্থার কুফল হ'ল হয় দরিদ্র আসামীকে জামিন সরবরাহের জন্য টাউটস এবং পেশাদার জামিনত্বে ফিরে যেতে হবে অথবা প্রাক-বিচারের আটকের শিকার হতে হবে। "

1973 সালে ফৌজদারী কার্যবিধিতে সংশোধিত সংস্থাগুলি এ ক্ষেত্রে অবস্থান পরিবর্তন করেনি। এখানে আবার আইনের প্রক্রিয়াগত প্রয়োজনীয়তার কারণে পুলিশ একটি কঠোর এবং নিপীড়নকারী এজেন্সি হিসাবে উপস্থিত হয় যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার হওয়ার কারণে ঘটে যাওয়া দরিদ্র লোকদের সাথে আচরণে অপ্রয়োজনীয় তীব্রতা দেখায়। আমরা আইনটিতে এমন বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ হিসাবে এটি উল্লেখ করছি যা পুলিশকে প্রতিবন্ধক করে তোলে এবং তাদের কাজগুলি কার্যকরভাবে কার্যকর করার জন্য এই পদ্ধতিতে কঠোরভাবে সাবস্ক্রিপশন করে।

আইন

১৪.৪ বছরের পর বছর সংসদ ও রাজ্য আইনসভায় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। আমরা যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে নিজের জন্য বিকশিত করেছি, আমাদের সংবিধানে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য ব্যক্তিদের আচরণ বা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পেয়েছে। তিন দশকে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন সংখ্যা যথাক্রমে 292 ,597 এবং 2 672 ছিল। কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার উদ্বেগের মধ্যে বিধায়করা দ্রুত গতিতে আইন প্রণয়ন করেন এবং তত্ক্ষণাত আশা করেন যে আইনগুলির কঠোর প্রয়োগের ফলে তারা যা চান তা সুরক্ষিত করবে। রাজ্যের কাছে উপলব্ধ প্রিমিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে পুলিশকে হঠাৎ করে ছবিতে আনা হয় ঘণ্টাটির আংটি দ্বারা এটি যেমন ছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করার জন্য নতুন আইনের একটি বান্ডিল দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পর্যায়ে আইনী অনুশীলনগুলির সাথে তাদের সাথে কোনও অর্থবহ ইন্টারঅ্যাকশন নেই। আইন প্রয়োগের কাজের দ্রুত বর্ধমান পরিমাণ পরিচালনা করতে পুলিশদের সংস্থান সম্ভাবনার বিষয়ে কোনও চিন্তা-ভাবনা করা হয় না। পরিস্থিতি হ'ল সুশৃঙ্খলভাবে বিতরণের জন্য একটি দক্ষ খাল ব্যবস্থা একযোগে পরিকল্পনা না করে এবং একযোগে বহু সংখ্যক সেচ বাঁধ এবং বিশাল জলাধার পরিকল্পনা ও সম্পাদন করার মতো। এই পরিস্থিতিতে আইন প্রয়োগে পুলিশের জড়িত হওয়া, তাই যথেষ্ট চাপ এবং চাপের বিষয়। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে আইন প্রয়োগের দায়িত্বে থাকা পুলিশ ভূমিকা ও দায়িত্বকে সংজ্ঞায়নের সময় আমাদের এটি মনে রাখতে হবে।

অপরাধমূলক বিচারের একসেটরেয়াল সিস্টেম

১৪.৫ আমাদের ফৌজদারি আইনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অভিযুক্ত পদ্ধতি বা অ্যাংলো-স্যাকসন বা বিচারের সাধারণ আইন ব্যবস্থা যা আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ভিত্তিতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে ইউরোপে যে জিজ্ঞাসাবাদী ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে তার বিপরীতে বিচারক এই উদ্যোগ নেবেন এবং আসামিসহ সকল প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের যাচাই করে সত্যিকার অর্থে কী ঘটেছে, তা যাচাই বাছাই করে তার পক্ষে খোঁজ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং তারপরে আইন অনুসারে কাজ করুন, প্রবাদমূলক ব্যবস্থায় বিচারক দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে কেবল একজন আম্পায়ার। তিনি কেবল তাঁর সামনে দেওয়া বিষয়গুলি এবং প্রমাণাদি সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত দেবেন। ফৌজদারি বিচারে এটিই রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে অভিযুক্তকে একটি সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করে এবং তা করার পরে এটি প্রমাণ করারও দায়িত্ব রয়েছে। ভারতীয় প্রমাণ আইনের 101 ধারা, বলছে: "যে কেউ আদালত যে দাবি করা সত্যের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল কোনও আইনগত অধিকার বা দায়বদ্ধতা হিসাবে রায় দিতে চায়, তাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে এই তথ্যগুলির উপস্থিতি রয়েছে", এবং "যখন কোনও ব্যক্তি কোনও সত্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে বাধ্য হন বলা হয়, প্রমাণের বোঝা সেই ব্যক্তির উপর পড়ে "। সুতরাং প্রমাণের বোঝা, কয়েকটি ব্যতিক্রমী মামলায় সংরক্ষণ করা, প্রসিকিউশনের উপর নির্ভর করে। বিচারক যেহেতু একজন আম্পায়ার এবং তদন্তকারী নন, তাই অভিযুক্ত কোনও

আইন লঙ্ঘন করেছেন কিনা তা নিশ্চিত করা তাঁর পক্ষে নয়। তিনি রাষ্ট্রপক্ষ এবং বিবাদীর মধ্যে উত্থাপিত ইস্যুতে কেবল তাঁর সামনে আনা প্রমাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। এই ব্যবস্থাটি নিয়ন্ত্রিত করে এমন বিধিগুলি মামলা থেকে বিভিন্ন দাবি তোলে এবং প্রসিকিউশনে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে যাতে বিবাদী নিজেকে রক্ষার জন্য যথাসম্ভব সহায়তা পায়। অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে পুরো প্রমাণগুলি দেখার এবং শোনার পরে, সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে সে কোন প্রতিরক্ষা রেখা গ্রহণ করবে এবং তাই সে কোন দলিল এবং সাক্ষী পেশ করবে। মামলার শেষের দিকে প্রসিকিউশনকে অবশ্যই তাদের মামলাটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করতে হবে যে অভিযুক্তরা কেবল সন্দেহ উত্থাপন করতে পারে এবং তার খালাস পাওয়ার জন্য তার সুবিধা পেতে পারে। প্রসিকিউশন পক্ষের পক্ষ থেকে প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বীকৃত প্রমাণের মূল্য নির্ধারণের নিয়মগুলির উপর গুরুতর সীমাবদ্ধতাগুলি তদন্তকারী এজেন্সি হিসাবে তদন্তকারী সংস্থা হিসাবে তদন্তের সময় অনাবৃত সমস্ত উপাদানকে সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া পুলিশকে কঠিন করে তোলে আইনের অধীনে অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা। তিনি কোন দলিল এবং সাক্ষী পেশ করবেন। মামলার শেষের দিকে প্রসিকিউশনকে অবশ্যই তাদের মামলাটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করতে হবে যে অভিযুক্তরা কেবল সন্দেহ উত্থাপন করতে পারে এবং তার খালাস পাওয়ার জন্য তার সুবিধা পেতে পারে। প্রসিকিউশন পক্ষের পক্ষ থেকে প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বীকৃত প্রমাণের মূল্য নির্ধারণের নিয়মগুলির উপর গুরুতর সীমাবদ্ধতাগুলি তদন্তকারী এজেন্সি হিসাবে তদন্তকারী সংস্থা হিসাবে তদন্তের সময় অনাবৃত সমস্ত উপাদানকে সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া পুলিশকে কঠিন করে তোলে আইনের অধীনে অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা। তিনি কোন দলিল এবং সাক্ষী পেশ করবেন। মামলার শেষের দিকে প্রসিকিউশনকে অবশ্যই তাদের মামলাটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করতে হবে যে অভিযুক্তরা কেবল সন্দেহ উত্থাপন করতে পারে এবং তার খালাস পাওয়ার জন্য তার সুবিধা পেতে পারে। প্রসিকিউশন পক্ষের পক্ষ থেকে প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বীকৃত প্রমাণের মূল্য নির্ধারণের নিয়মগুলির উপর গুরুতর সীমাবদ্ধতাগুলি তদন্তকারী এজেন্সি হিসাবে তদন্তকারী সংস্থা হিসাবে তদন্তের সময় অনাবৃত সমস্ত উপাদানকে সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া পুলিশকে কঠিন করে তোলে আইনের অধীনে অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা।

প্রসিকিউটিং এজেন্সি — পুলিশের মিথস্ক্রিয়া

১৪..6 আদালতে কার্যক্রম চলাকালীন আদালতের হলের অভ্যন্তরে পুলিশের কোনও লোকাস স্ট্যান্ডি নেই, তবে নির্দিষ্ট পুলিশ অফিসারকে সাক্ষী হিসাবে তদন্তের ঘটনা ঘটে। আমাদের ফৌজদারি আইনে বেশ কয়েকটি বিধান রয়েছে যা একটি সম্প্রদায় হিসাবে পুলিশের মোট অবিশ্বাসের শ্বাস নেয় (উদাহরণস্বরূপ: বিভাগীয় 62 বা ফৌজদারি কার্যবিধি এবং প্রমাণ আইনের ধারা 25, 26, এবং 27)। আমাদের ফৌজদারি পদ্ধতিগুলি আদালতের হলের অভ্যন্তরে পুলিশের উপস্থিতি অনুমোদন করে না এবং তদন্ত চলাকালীন সমস্ত বিষয়গুলির সঠিকভাবে মার্শালিং এবং প্রশংসা করার জন্য পুলিশ এবং প্রসিকিউটিং

এজেন্সির মধ্যে একটি বৈধ মিথস্ক্রিয়া কল্পনা করে না। প্রকৃতপক্ষে 1933 সালের সংশোধিত কোড অফ ফৌজদারি কার্যবিধিতে প্রসিকিউটিং এজেন্সিটিকে অন্য একটি স্বাধীন এজেন্সি হিসাবে আলাদা করার প্রবণতা দেখা গেছে যা বাস্তবে, কেবল বিচারের পর্যায়ে পুলিশের সাথে কার্যকর যোগাযোগের বিষয়টি অস্বীকার করেই তার স্বাধীনতার অনুভূতি পাওয়া যায়! আমরা কোনওভাবেই রাষ্ট্রপক্ষের এজেন্সিটির পেশাদারী স্বাতন্ত্র্যকে প্রভাবিত না করেই এই মিথস্ক্রিয়াটির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে প্রত্যয়ী এবং আমরা মনে করি যে এই নীতিটি কেবল প্রশাসনিক ব্যবস্থা না রেখে বরং আইনটিতে যথাযথভাবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। পরে, একটি পৃথক অধ্যায়ে, আমরা প্রসিকিউটিং এজেন্সি স্থাপন এবং এই মিথস্ক্রিয়া ও সমন্বয় সাধনের জন্য পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। পরিবর্তে কেবল প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসাবে রেখে দেওয়া। পরে, একটি পৃথক অধ্যায়ে, আমরা প্রসিকিউটিং এজেন্সি স্থাপন এবং এই মিথস্ক্রিয়া ও সমন্বয় সাধনের জন্য পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। পরিবর্তে কেবল প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসাবে রেখে দেওয়া। পরে, একটি পৃথক অধ্যায়ে, আমরা প্রসিকিউটিং এজেন্সি স্থাপন এবং এই মিথস্ক্রিয়া ও সমন্বয় সাধনের জন্য পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আদালতের বিচারের আচার

14.7 বিদ্যমান আইনের অধীনে আদালতের বিচারের আচার এবং আইনী পরামর্শদাতার দেখানো সাধারণ মনোভাব আদালতে কার্যক্রম স্থগিত করে তদন্তের পর্যায়ে বিলম্ব ছাড়াও যা পুলিশে ঘাটতির জন্য দায়ী, বিচারের পর্যায়ে আরও দেরি অপরাধের ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য যথেষ্ট হয়রানির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং একই সাথে দ্রুত বিচারের অবসান ঘটাতে প্রতিরোধের প্রভাব অপরাধী নিজেই আদালত হারিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আদালতে বিচারের অধীনে ফৌজদারি মামলার প্রবণতা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদ্যমান আইনটি কোনও পরিবর্তন ছাড়াই পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হলে ব্যবস্থাটি খুব শীঘ্রই সংস্কারের বাইরে চলে যাবে। আদালতে মামলা করার তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি এবং প্রমাণিত মামলায় যথাযথ শাস্তির ফলে প্রতিরোধক প্রভাবের ক্ষতি সমাজে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। লোকেরা প্রতিদিনের জীবনে তারা যা পালন করে তা থেকে তারা নির্দ্বিধায় অপরাধ করার প্রবণতা জানে যে আইনের বাহিনীকে কার্যকর হেফাজতে রাখতে কয়েক বছর সময় লাগবে। অপরাধের বারবার কমিশন করার পরে পুরুষ ও অর্থের প্রভাবযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জামিনে মুক্তি পান যার তুলনামূলক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সমাজে নিরপেক্ষ উপাদানগুলির অনুরূপ আচরণকে উত্সাহিত করে। কাঙ্ক্ষিত ডিটারেন্স তৈরি করতে আদালতের বিচারের অকার্যকরতা অপরাধ সংবলিত পুলিশ সাফল্যের উপর একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা হিসাবে কাজ করে। লোকেরা প্রতিদিনের জীবনযাপনে যা পালন করে তা থেকে তারা নির্দ্বিধায় অপরাধ করার প্রবণতা জেনে থাকে যে আইনের বাহিনীকে কার্যকর হেফাজতে রাখতে কয়েক বছর সময় লাগবে। অপরাধের বারবার কমিশন করার পরে পুরুষ ও অর্থের প্রভাবযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জামিনে মুক্তি পান যার তুলনামূলক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সমাজে নিরপেক্ষ

উপাদানগুলির অনুরূপ আচরণকে উত্সাহিত করে। কাঙ্ক্ষিত ডিটারেন্স তৈরি করতে আদালতের বিচারের অকার্যকরতা অপরাধ সংবলিত পুলিশ সাফল্যের উপর একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা হিসাবে কাজ করে। লোকেরা প্রতিদিনের জীবনযাপনে যা পালন করে তা থেকে তারা নির্দ্বিধায় অপরাধ করার প্রবণতা জেনে থাকে যে আইনের বাহিনীকে কার্যকর হেফাজতে রাখতে কয়েক বছর সময় লাগবে। অপরাধের বারবার কমিশন করার পরে পুরুষ ও অর্থের প্রভাবযুক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জামিনে মুক্তি পান যার তুলনামূলক স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সমাজে নিরপেক্ষ উপাদানগুলির অনুরূপ আচরণকে উত্সাহিত করে। কাঙ্ক্ষিত ডিটারেন্স তৈরি করতে আদালতের বিচারের অকার্যকরতা অপরাধ সংবলিত পুলিশ সাফল্যের উপর একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা হিসাবে কাজ করে।

14.8 এমনকি যুক্তরাজ্যেও, যেখান থেকে আমাদের বর্তমান সিস্টেম ধার করা হয়েছে, এখন এটি দাবি করা হয় না যে এটি একটি যৌক্তিক ব্যবস্থা। ফৌজদারি কার্যবিধি সম্পর্কিত একটি রয়্যাল কমিশন সম্প্রতি সেখানে গঠন করা হয়েছে। যদি ফৌজদারি অপরাধের তদন্তে পুলিশের ক্ষমতা এবং পুলিশ সম্পর্কিত ক্ষমতা এবং সন্দেহভাজন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত প্রমাণাদি ও অপরাধ সংক্রান্ত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন প্রয়োজন কিনা তা যাচাই করার জন্য। যার মাধ্যমে এগুলি সুরক্ষিত। ফৌজদারি অপরাধের বিষয়ে তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বয়সের পুরাতন ধারণাগুলি ইউকে নিজেই তাই পর্যালোচনাধীন রয়েছে। আমরা মনে করি আমাদের নিজস্ব সিস্টেমে তদন্ত এবং বিচার সম্পর্কিত পদ্ধতিগত আইনগুলিতে একটি বিস্তৃত সংস্কারের জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। আমরা একটি পৃথক অধ্যায়ে এই সংস্কারের বিবরণ নিয়ে আলোচনা করব।

সংশোধন পরিষেবাগুলি

১৪.৯ সংশোধনমূলক পরিষেবাগুলি যা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অপর প্রান্তটি গঠন করে, এটি প্রবেশন যন্ত্রপাতি, বিশেষ স্কুলগুলি অবহেলিত নাবালিকাগুলির যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি অবহেলিত ও অনিয়ন্ত্রিত শিশুদের, সুরক্ষামূলক বাড়ির মহিলাদের দেখাশোনা করার জন্য গঠিত যারা চ্যানেলটিতে বাধ্য হয়েছিল দারিদ্র্য বা সামাজিক অসহায়ত্বের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদির মধ্যে অনৈতিক ট্র্যাফিক এবং কারাগারগুলি আশা করা হয় যে দোষী সাব্যস্ত অপরাধীদের তাদের হেফাজতে রাখা উচিত এবং তাদের এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত যাতে তারা সমাজের সাধারণ সদস্য হিসাবে তাদের সংস্কার ও পুনর্বাসনে সহায়তা করতে পারে। যদিও সুচিন্তিত এবং প্রগতিশীল ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে, বাস্তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি দক্ষতার কাঙ্ক্ষিত স্তরে কাজ করছে না।

পরীক্ষাকাল

১৪.১০ যদিও স্বাধীনতার আগে কয়েকটি রাজ্যে প্রবেশন অ্যাক্ট ছিল, সংসদ ১৯৫৮ সালে দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য প্রযোজ্য প্রবেশন অফ অফেন্ডার আইন আইন করে। প্রবেশন ধারণাটি প্রথম অপরাধীদের কারাগারে পুরানো অপরাধীদের দূষণ থেকে রক্ষা করা এবং প্রবেশন অফিসাররা আশা করেন যে আদালত অপরাধীর আর্থ-সামাজিক পটভূমি, ব্যক্তিত্ব এবং আচরণের মাধ্যমে আদালতকে অপরাধী কিনা তা

সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করতে পারে কারাগারে প্রেরণ করা উচিত বা নির্দিষ্ট শর্তে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসতে দেওয়া হতে পারে। পরবর্তী প্রতিবেদনগুলির পক্ষ থেকে কোনও ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেওয়া উচিত (তিনি প্রবেশনে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রাথমিক সাজা যা স্থগিত করা হয়েছিল তা পরবর্তী বিচার ছাড়াই পুনরায় চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে অনেকগুলি মামলা এবং খুব কম প্রবেশন অফিসারের কারণে এই আইনের প্রকৃত প্রয়োগ কেবলমাত্র ন্যূনতম হয়েছে। চিকিত্সার পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণগুলি আদালতের পক্ষে রেকর্ড করা বাধ্যতামূলক যার ৩ 36 ১ অনুচ্ছেদের নতুন ধারাটি হ'ল বড় আকারে, একটি রীতিনীতিতে হ্রাস পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯ 1976 সালে মোট ১,২০,৯১০ কিশোর অপরাধীকে আইন আদালতে হাজির করা হয়েছিল এবং ৩৩,২২ 7 কিশোর অপরাধী জড়িত মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৩০,৫৪৪ জনকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং কেবল ২,679 ৯ জনকে প্রবেশনায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অপরাধীদের মধ্যে 89.9% অপরাধী গ্রেপ্তার হয়েছিল।

শিশু আইন

১৪.১১ যদিও শিশুদের আইন বিভিন্ন রাজ্যে বহু বছরের জন্য বিদ্যমান ছিল - মাদ্রাজে এটি ১৯২০ সালের শুরুর দিকেই প্রযোজ্য হয়েছিল - ১৯ Children ০ সালে কেন্দ্রীয় শিশু আইন পাস হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আইন যা সমস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রসারিত এবং এর দ্বারা গৃহীত হওয়ার মডেল হিসাবে কাজ করে রাজ্যগুলি অ-অপরাধী এবং অপরাধী শিশুদের যত্নের ব্যবস্থা করে; অ-অপরাধমূলক অবহেলিত বা নিঃস্ব শিশু বা শোষিত বা নির্যাতিত শিশু হতে পারে। আশঙ্কাজনক শিশুদের বিরুদ্ধে শিশু আদালত এবং শিশু কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক অ-অপরাধী শিশুদের মোকাবেলা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অপরাধী শিশুরা বিশেষ বিদ্যালয়ে এবং চিলড্রেন হোমস-এর নিকটবর্তী হয় কিশোর আদালত সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে বিদ্যমান নেই। প্রবেশন অফিসার আশা করা হচ্ছে কিশোর আদালতে প্রেরিত প্রতিটি মামলা তদন্ত করবে এবং একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে যাতে আদালত সন্তানের সাথে আচরণের সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারে। নিঃস্ব শিশুদের মোকাবেলা করার জন্য শিশু কল্যাণ বোর্ডগুলি কেবল দিল্লি এবং পন্ডিচেরিতে বিদ্যমান। শিশু আইনও সরবরাহ করে

মহিলা শিশুদের শুধুমাত্র মহিলা পুলিশ দ্বারা পরিচালিত করা উচিত তবে ভারতে মহিলা পুলিশ সংখ্যা নগণ্য এবং প্রতিটি জেলায় তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না।

আইনে সংস্কারমূলক প্রক্রিয়া

১৪.১২ কিছু আইনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক - বিশেষত যারা সামাজিক আইন বিভাগের অধীনে আসে - তা হ'ল আইনের চূড়ান্ত বিষয়টিকে আইনটির কঠোর প্রয়োগের দ্বারা নয়, অ-দন্ড কার্যকর করার মাধ্যমে বাস্তবে সুরক্ষিত করা যায় , প্রতিকারমূলক, পুনর্বাসনের এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা আইনে বর্ণিত। সমস্ত রাজ্যে এটি সাধারণ অভিজ্ঞতা যে মহিলা ও বালিকা আইন অনৈতিক ট্র্যাফিক দমন বিভাগের 21 অনুচ্ছেদে প্রদত্ত প্রতিরক্ষামূলক বাড়ি এবং সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। দেশে মাত্র 74 ৪ টি

প্রতিরক্ষামূলক / উদ্ধারকেন্দ্র রয়েছে এবং তাদের মোট ক্ষমতা মাত্র 6290 prost ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে এক শহরে কয়েকশ ভিক্ষুককে পুলিশ আটক করেছিল, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হলে তাঁর কাছে কোনও ‘‘হোম’’ তেমন কোন জায়গা না থাকায় তাদের মুক্তি দেওয়ার আদেশ ছাড়া বিকল্প ছিল না। ১৪ টি রাজ্য এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ভিক্ষাবৃত্তি বিরোধী আইন কার্যকর হয় তবে ভিক্ষুকদের আইন আদালতে হাজির করার পরে যথাযথভাবে বেরিয়ে আসা, সাধারণত অভাব হয়। একটি অল ইন্ডিয়া চিলড্রেন অ্যাক্ট রয়েছে যা অবহেলিত ও অপরাধী শিশুদের জন্য ব্যবস্থা করতে চায়। প্রয়োজনের তুলনায় আবাসনটি বিভিন্ন 'হোমস'-এ অনন্য। এটি অনুমান করা হয়েছে যে "আমাদের বয়স বা শক্তির জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে" অ্যাভোকেশনগুলিতে আমাদের প্রায় 1 মিলিয়ন শ্রমজীবী শিশু রয়েছে। অবহেলিত বাচ্চাদের সংখ্যা যে কারও অনুমান। কিন্তু যখন তাদের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছিল তখন তাদের কাছে কোনও "বাড়ি" তেমন কোনও জায়গা না থাকায় তাদের মুক্তির আদেশ দেওয়ার বিকল্প ছিল না। ১৪ টি রাজ্য এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ভিক্ষাবৃত্তি বিরোধী আইন কার্যকর হয় তবে ভিক্ষুকদের আইন আদালতে হাজির করার পরে যথাযথভাবে বেরিয়ে আসা, সাধারণত অভাব হয়। একটি অল ইন্ডিয়া চিলড্রেন অ্যাক্ট (1960

) রয়েছে যা অবহেলিত ও অপরাধী শিশুদের জন্য ব্যবস্থা করতে চায়। প্রয়োজনের তুলনায় আবাসনটি বিভিন্ন 'হোমস'-এ অনন্য। এটি অনুমান করা হয়েছে যে "আমাদের বয়স বা শক্তির জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে" অ্যাভোকেশনগুলিতে আমাদের প্রায় 1 মিলিয়ন শ্রমজীবী শিশু রয়েছে। অবহেলিত বাচ্চাদের সংখ্যা যে কারও অনুমান। কিন্তু যখন তাদের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছিল তখন তাদের কাছে কোনও "বাড়ি" তেমন কোনও জায়গা না থাকায় তাদের মুক্তির আদেশ দেওয়ার বিকল্প ছিল না। ১৪ টি রাজ্য এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ভিক্ষাবৃত্তি বিরোধী আইন কার্যকর হয় তবে ভিক্ষুকদের আইন আদালতে হাজির করার পরে যথাযথভাবে বেরিয়ে আসা, সাধারণত অভাব হয়। একটি অল ইন্ডিয়া চিলড্রেন অ্যাক্ট (1960) রয়েছে যা অবহেলিত ও অপরাধী শিশুদের জন্য ব্যবস্থা করতে চায়। প্রয়োজনের তুলনায় আবাসনটি বিভিন্ন 'হোমস'-এ অনন্য। এটি অনুমান করা হয়েছে যে "আমাদের বয়স বা শক্তির জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে" অ্যাভোকেশনগুলিতে আমাদের প্রায় 1 মিলিয়ন শ্রমজীবী শিশু রয়েছে। অবহেলিত বাচ্চাদের সংখ্যা যে কারও অনুমান। একটি অল ইন্ডিয়া চিলড্রেন অ্যাক্ট (1960) রয়েছে যা অবহেলিত ও অপরাধী শিশুদের জন্য ব্যবস্থা করতে চায়। প্রয়োজনের তুলনায় আবাসনটি বিভিন্ন 'হোমস'-এ অনন্য। এটি অনুমান করা হয়েছে যে "আমাদের বয়স বা শক্তির জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে" অ্যাভোকেশনগুলিতে আমাদের প্রায় 1 মিলিয়ন শ্রমজীবী শিশু রয়েছে। অবহেলিত বাচ্চাদের সংখ্যা যে কারও অনুমান। একটি অল ইন্ডিয়া চিলড্রেন অ্যাক্ট (1960) রয়েছে যা অবহেলিত ও অপরাধী শিশুদের জন্য ব্যবস্থা করতে চায়। প্রয়োজনের তুলনায় আবাসনটি বিভিন্ন 'হোমস'-এ অনন্য। এটি অনুমান করা হয়েছে যে "আমাদের

বয়স বা শক্তির জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে" অ্যাভোকেশনগুলিতে আমাদের প্রায় 1 মিলিয়ন শ্রমজীবী শিশু রয়েছে। অবহেলিত বাচ্চাদের সংখ্যা যে কারও অনুমান।
কারাগারে অতিরিক্ত ভিড় ছাড়াও কারাগারের অভ্যন্তরীণ দৈনন্দিন জীবনযাপনের নিয়মনীতি কঠোরভাবে পরিচালিত হয় এবং প্রয়োগ করা হয়, তার চারদিকে বর্বরতা, দুর্গন্ধ, অবনমনসহ চারদিকের অত্যাচারী পরিবেশের দ্বারা কারাবন্দী বন্দীটিকে অমানবিক আচরণ করে এবং অপমান। তাকে সংস্কার করার জন্য অপরাধীকে পুনর্বাসিত করার জন্য এবং তার উপায়গুলির ত্রুটিটি দেখতে এবং আরও ভাল ও উন্নতমানের মানুষকে ফিরিয়ে আনতে সংস্কারকেন্দ্র হিসাবে কাজ করার পরিবর্তে আজকের দিন আমাদের জেলের অভ্যন্তরীণ নীতিটি বিপরীত দিকে সেট করা হয়েছে, এটি ব্যবহারিকভাবে তৈরি করেছে যে কোনও সংস্কারমূলক প্রক্রিয়াটি অর্থবহভাবে পরিচালনা করা কঠিন।
১৪.১৪ সংশোধনমূলক পরিষেবাদিগুলির কার্যক্ষমতার ঘাটতি বলতে বোঝায় যে সিস্টেমের মধ্য দিয়ে যাওয়া সমস্ত বিজাতীয়দের আচরণ ও আচরণের উপর তাদের সংশোধনমূলক প্রভাবকে দুর্বল করা হয়েছে। পুলিশ যারা অপরাধের তদন্ত করতে এবং জড়িত অপরাধীদের চিহ্নিত করার জন্য সিস্টেমের প্রথম অংশে উপস্থিত হয়, তাদের একই সিস্টেমের অন্যান্য সংস্থাগুলির প্রত্যাশিত সহায়তা ও সহায়তা ব্যতিরেকে একই অপরাধীদের সম্ভাব্য অব্যাহত অপরাধমূলক আচরণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তাদের অপরাধ সুতরাং আমরা এই মতামত নিয়েছি যে আমরা যে কোনও উপায়ে পুলিশের ভূমিকা, কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ করতে পারি না, যতক্ষণ না ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সমস্ত শাখা যুগপত দক্ষতার সাথে কাজ না করে তবে তারা তাদের ভূমিকা সম্পাদনে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এটির জন্য আমাদের এক ধরণের শরীরের প্রয়োজন যা সম্পূর্ণ সিস্টেমের উপর একটি ধ্রুবক এবং বিস্তৃত চেহারা বজায় রাখতে, এর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করতে এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব এবং সুবিধাগুলি অর্জন করবে, যার সামগ্রিক লক্ষ্য বিবেচনায় রেখে পদ্ধতি. পুরো ব্যবস্থায় আইনের আধিপত্য বিবেচনায় এই বিষয়ে আমাদের প্রথম চিন্তা আইন কমিশনের কাছে যায়। আমরা মনে করি আইন কমিশনের ধারণাকে আরও প্রসারিত করা এবং ক্রমাগত ভিত্তিতে এই তদারককারী ভূমিকা পালন করার জন্য একটি আইনী ভিত্তিতে ফৌজদারি বিচার কমিশন হিসাবে কাজ করা সুবিধাজনক হবে। এই উদ্দেশ্যে পুলিশ এবং সংশোধনমূলক পরিষেবাগুলি থেকে উপযুক্ত কর্মীদের জন্য নতুন কমিশনের আলোচনার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্রের এই ব্যবস্থাটির রাজ্য পর্যায়ে অনুরূপ একটি ব্যবস্থা দ্বারা সমর্থন করা উচিত যেখানে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থা, চাকুরীজীবী বা অবসরপ্রাপ্ত, এবং পুলিশ, বার এবং সেনা সদস্যদের দ্বারা টানা সদস্যদের নিয়ে সংশোধনমূলক পরিষেবাগুলি, এই পর্যবেক্ষণের ভূমিকাটি সম্পাদন করবে এবং সামগ্রিকভাবে সিস্টেমের পারফরম্যান্সের বার্ষিক মূল্যায়ন করবে। এ জাতীয় সংস্থার আলোচনাগুলি আইনসম্মত পদক্ষেপগুলি এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনীগুলির আরও বাস্তবসম্মত আইন কার্যকর করতে সহায়তা করবে এই

পর্যবেক্ষণের ভূমিকাটি সম্পাদন করে এবং বার্ষিক সামগ্রিকভাবে সিস্টেমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে। এ জাতীয় সংস্থার আলোচনাগুলি আইনসম্মত পদক্ষেপগুলি এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনীগুলির আরও বাস্তবসম্মত আইন কার্যকর করতে সহায়তা করবে এই পর্যবেক্ষণের ভূমিকাটি সম্পাদন করে এবং বার্ষিক সামগ্রিকভাবে সিস্টেমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে। এ জাতীয় সংস্থার আলোচনাগুলি আইনসম্মত পদক্ষেপগুলি এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনীগুলির আরও বাস্তবসম্মত আইন কার্যকর করতে সহায়তা করবে

অপরাধ প্রতিরোধ

১৪.১৫ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরে ঘটনা তদন্ত করা ছাড়াও সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী অপরাধের ঘটনাটি রোধ করার জন্য একটি দায়িত্ব দায়বদ্ধ ছিল। তদন্তকে একজন বিশেষজ্ঞ পেশাদার দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা পুলিশ দ্বারা বহন করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য বেশিরভাগই তাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম এবং যোগ্যতার উপর নির্ভর করে, যেখানেই সম্ভব জনসাধারণের সহযোগিতায় সহায়তা করে। তবে অপরাধ প্রতিরোধের বিষয়ে পুলিশ নিজেরাই খুব বেশি কিছু করতে পারে না, কারণ অপরাধের কারণী কারণগুলির মধ্যে অনেকগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরেও আসলে এই কারণগুলির বেশিরভাগই ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে। 1970 সালে অপরাধ প্রতিরোধ ও অপরাধীদের প্রতিরোধ সম্পর্কিত চতুর্থ জাতিসংঘ কংগ্রেসে যে অপরাধমূলক উপাদানগুলি চিহ্নিত হয়েছিল তা হ'ল নগরায়ন, শিল্পায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর, সামাজিক গতিশীলতা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। এই সমস্ত কারণগুলি ভারতে বিভিন্ন ডিগ্রীতে উপস্থিত রয়েছে এবং এগুলির কোনও কিছুই কেবল পুলিশ কার্যকলাপ বা প্রভাব দ্বারা সত্যই নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। ক্রিমোজেনিক কারণগুলিও দেশের অভ্যন্তরে অঞ্চলভেদে পরিবর্তিত হয় এবং সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা যা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে চিহ্নিত করা হয় তার ফলে নির্দিষ্ট ধরণের অপরাধ হয়। সামাজিক উত্তেজনা দ্বারা কিছু কিছু অপরাধও উত্পন্ন হয় যা পশ্চাৎপদ শ্রেণীকে প্রভাবিত করে। প্রতিনিধি রাজনৈতিক নেতার উপস্থিতি, স্থানীয় জনগণের বৃহত অংশের সাথে সাধারণত জনপ্রিয়, বিরোধগুলি সমাধানে এবং নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সহায়ক। যখন সরকারে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দ্বারা এই জাতীয় নেতৃত্ব হ্রাস পাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার সাধারণ পরিস্থিতিতে ফলস্বরূপ অশান্তি দেখা দেয়। আমরা এভাবে বিভিন্ন ধরণের কারণ দেখি যা সমাজে যে কোনও সময়ে অপরাধ ও জনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নির্ধারণ করে
আইনগুলি অপরাধ সৃষ্টি করে এবং যদি বেশি বেশি সংখ্যক মানবিক আচরণকে অপরাধী হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, এমনকি সর্বোত্তম সম্ভাব্য পুলিশ সহ একটি আদর্শ ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাও আরও বেশি সংখ্যক অপরাধ কমিশনকে আটকাতে পারে না। এটি বিশেষত সেইসব সামাজিক আইনগুলির ক্ষেত্রে সত্য, যা জুয়া খেলা, মদ খাওয়া ইত্যাদির মতো নিরপেক্ষ অপরাধের বিভাগ তৈরি করে যেখানে অভিযোগ করার জন্য খুব কমই কোনও

আপত্তিজনক দল রয়েছে। সুতরাং দেখা যাবে যে অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের ভূমিকা কেবল উপরোক্ত বর্ণিত সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতেই সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। যেমন জুয়া খেলা, মদ খাওয়া ইত্যাদি যেখানে অভিযোগ করার জন্য বিরল কোনও দলই খুব কমই থাকে। সুতরাং দেখা যাবে যে অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের ভূমিকা কেবল উপরোক্ত বর্ণিত সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতেই সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। যেমন জুয়া খেলা, মদ খাওয়া ইত্যাদি যেখানে অভিযোগ করার জন্য বিরল কোনও দলই খুব কমই থাকে। সুতরাং দেখা যাবে যে অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের ভূমিকা কেবল উপরোক্ত বর্ণিত সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতেই সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

গণশৃঙ্খলা **রক্ষণাবেক্ষণ** জনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা বিশেষত একটি গণতন্ত্রে আরও বেশি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ বোঝায় শান্তির একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ এবং যে কোনও ধরনের সহিংসতা এড়ানো। জনসাধারণকে যাতে লক্ষণীয় আকারে হিংস্রতা ছড়িয়ে দেওয়া হয় তখন জনসাধারণের অনুমান অনুসারে সরকারী শৃঙ্খলা বিচলিত বলে মনে করা হয়। ভারতে বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল (i) ধর্ম, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আন্তঃগঠিত দ্বন্দ্ব; (ii) জনসংখ্যার তরুণদের একটি সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ- ১৯ 1971 সালের আদমশুমারি অনুসারে এখানে 25 বছরের কম বয়সী5.6%লোক ছিল
(iii) 1977-78 সালে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী গ্রামাঞ্চলে ৪৮% এবং শহরাঞ্চলে ৪১% দারিদ্র্যের চাপ বাড়ছে; পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া অনুসারে এই জাতীয় ব্যক্তির সংখ্যা (1978-88) ২৯ কোটি টাকার আশেপাশে রয়েছে; (iv) বর্ধমান বেকারত্ব — একটি সাধারণ দিনে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুসারে 186 লক্ষ লোক কাজ খুঁজছিল; (v) শহরাঞ্চলে জড়ো হওয়া গোষ্ঠীগুলির দলগুলি সেন্টার ফর স্টাডি অফ ডেভলপিং সোসাইটি (দিল্লি) আবিষ্কার করেছে যে এক বছরে ৪% এর নগর বৃদ্ধির হার বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এবং ১৯৮৫ সালের মধ্যে এই হারে ভারতীয় শহুরে জনসংখ্যা সম্ভবত ৩৫০ মিলিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সম্ভবত বিশ্বের বৃহত্তম এটি এবং শহরাঞ্চলে অনেকগুলি সংগঠিত প্রতিবাদ গ্রুপ রয়েছে যেমন সরকারী কর্মচারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মী, পেশাদার দল, পেশাগত গোষ্ঠী, শিল্প শ্রমিক, রাজনৈতিক দল, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য; এবং (vi) নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কাছে যা নেই এবং তাদের কী থাকতে হবে সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই গণসচেতনতা গণমাধ্যমের ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৪। সালে এখানে রেডিও স্টেশন ছিল এবং এখন আমাদের কাছে প্রায় দুই কোটি রেডিও রয়েছে যার অর্থ প্রায় 37-38 জনের জন্য একটি সেট রয়েছে এবং আমাদের সম্প্রচারগুলিতে সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা এবং 13 টি উপভাষা রয়েছে। আমাদের কাছে সংবাদপত্র রয়েছে, যার মধ্যে প্রচলিত (1976)340.75 লক্ষ কপি, এবং চলচ্চিত্র রয়েছে। এই সমস্ত কারণগুলি, এই বিশ্বাসগুলির মধ্যে থাকা সাধারণ বিশ্বাসের সাথে একত্রিত হয় যে প্রশাসনের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া জাগানোর একমাত্র উপায় হ'ল কোনও আন্দোলন বা ধর্মঘট বা কোনও ধরণের বা

অন্যরকমের সহিংসতার সাথে জড়িত কোনও ধরনের প্রতিবাদমূলক কার্যকলাপ চালানো,
১৪.১ 7 উপরোক্ত ধরণের চাপ পরিস্থিতি থেকে সংস্কার ও ত্রাণের জন্য জনসাধারণের আহ্বান প্রায়শই রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের বিরোধী বিরোধীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রতিবাদ তত্পরতা রাজনৈতিক মতবিরোধের সাথে মিশে যায়। এই জাতীয় পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ পদ্ধতিটি অগত্যা গণতান্ত্রিক তিহ্যের সাথে মেনে চলতে হবে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য স্বৈরাচারী শাসনের কৌশলটি আটকাতে পারে না। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে পুলিশকে ড। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সবচেয়ে কঠিন ভূমিকা। এই উদ্দেশ্যে তাদের নেওয়া কোনও পদক্ষেপ তাত্ক্ষণিক আন্দোলনকারীরা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে এবং আন্দোলনকারীদের আওয়াজ পাল্টানোর পরিবর্তনের বিরোধিতা করার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ হিসাবে তাত্ক্ষণিকভাবে দেখেন। পুলিশ সর্বদা রক্ষণশীল এবং নো-চেঞ্জারের পক্ষে বলে অভিহিত হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে পুলিশি পদক্ষেপগুলি এই অ্যাকাউন্টে মারাত্মকভাবে প্রতিবন্ধী। পুলিশ নিজেরাই এ জাতীয় পরিস্থিতিগুলি পরিচালনা করবে বলে আশা করা যায় না তবে তাদের আবাসন, সহযোগিতা সহায়তা, জনসাধারণের সংগঠিত অংশগুলির থেকে সহানুভূতি এবং বোঝাপড়া থাকা উচিত।
14.18 পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন শাখার বর্তমান কার্যকারিতার কয়েকটি দিক উল্লেখ করেছি। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হ'ল আইন দ্বারা সমাজের রীতিনীতিগুলিকে আরোপিত করে এবং যারা এই দেশের আইন লঙ্ঘন করেছে তাদের সনাক্ত করা হয়েছে, আদালতে আইন ও পদ্ধতি অনুসারে বিচার করা হয়েছে এবং নিশ্চিত হওয়া উচিত যে সমাজে একটি শান্তি ও শান্তির রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত করা এবং সমাজের সর্বোত্তম স্বার্থ অনুসারে চিকিত্সা করা হয়েছে যা তাদের বিভাজন থেকে স্থির থাকতে পারে - মৃত্যদণ্ডের মাধ্যমে বা জেলের নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য - সমাজ থেকে সংশোধন করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে যেতে এই পুরো প্রক্রিয়াটি কেবল সংস্কারমূলক নয়, সম্ভাব্য আইন ভঙ্গকারীদের প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট কার্যকরও হওয়া উচিত। অন্য কথায়, এই প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতাটিকে অপরাধ করার প্রলোভন মোকাবেলায় সহায়তা হিসাবে দেখা উচিত। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে আমাদের দেশে পুরো ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা দুর্বল, দরিদ্র ও অসহায়দের উপর নিপীড়িত হতে দেখা যায় এবং ধনী ও ক্ষমতাসীন শ্রেণীর পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। 1966 সালে জ্ঞাতযোগ্য অপরাধ ছিল 7,94,733। 1976 সালে এই সংখ্যা 10,90,887 এ দাঁড়িয়েছে। ১৯ 66 এর শেষের দিকে তদন্তের অধীনে থাকা মামলার সংখ্যা ছিল ১,০৮,১২; 1976 এর জন্য এই সংখ্যা ছিল ২,৯২,০০৩; 1976 এর শেষে এই সংখ্যাটি ছিল 10,43,085। এই সিস্টেমটি দ্রুত দমবন্ধ হয়ে উঠছে এবং জনগণের আত্মবিশ্বাসকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কোনও অপরাধের শিকার ব্যক্তি বিশ্বাস করেন না যে তিনি এই ব্যবস্থা থেকে ন্যায়বিচার পাবেন,
১৪.১৯ আমরা মতামত দিচ্ছি যে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুলিশি ভূমিকা ফৌজদারী, বিচার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বিভাগের অন্যান্য অংশের সাথে যে ভূমিকা আছে তার সাথে অনেকটা যুক্ত রয়েছে এবং তাই পুরো ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি সাধারণ কাঠামোর মধ্যেই

সংজ্ঞায়িত ও বোঝা যেতে পারে । আমরা এখন এই প্রসঙ্গে তাদের ভূমিকা, কর্তব্য, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব পরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাই।

পুলিশ — আইন প্রয়োগকারী সংস্থা

১৪.২০ বছর ধরে পুলিশ, রাজ্যের প্রধান আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করেছে। সভ্যতার প্রাথমিক ও মধ্যযুগীয় সময়ে, রাজ্য শাসন ব্যবস্থা শাসক ব্যক্তি বা পরিবার গোষ্ঠী কেন্দ্রিক ছিল। রাষ্ট্রের আইনগুলি সময়ে সময়ে সময়ে পৃথক শাসকরা এই জাতীয় উচ্চারণের প্রবণতা অনুভব করে। 'শাসক কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনটির পুলিশি প্রয়োগের ব্যবহারিকভাবে শাসকের দাবি ও আকাঙ্ক্ষাগুলির নিয়মিত মেনে চলা।

প্রাচীন ভারত

১৪.২১ প্রাচীন ভারতে প্রশাসনের প্রাথমিক ধারণা ধর্ম ও দন্ড ছিল এবং 'দন্ড' পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কর্মীরা ছিল। আসলে দানদানিটি ছিল রাজ্যবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। । ধর্মসূত্রে 'দন্ড' -কে যথাযথভাবে চালিত করা «যেমনটি রাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। পুলিশিংয়ের প্রাথমিক ইউনিটটি ছিল গ্রাম; একটি গ্রাম পরিবারগুলির একত্রিত হয়ে তাদের জমি এবং গ্রামটিকে ঘিরে চারণভূমি। প্রত্যেকটি গ্রামের স্থানীয় আদালত ছিল যা হেডম্যান এবং গ্রামের প্রবীণদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এই আদালতগুলি ক্ষুদ্র চুরির পাশাপাশি নাগরিক বিরোধের মতো ছোটখাটো ফৌজদারি মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মহাভারত গ্রামীপপতি সম্পর্কে কথা বলেছে এবং বৌদ্ধ জাতকগণ গ্রন্তোজকে উল্লেখ করেছেন। যদিও এগুলি আসলে গ্রামের প্রধান ছিলেন নাগরগুথকা ছিলেন ডাকাতদের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য। "চোর-ঘটক" - চোরের খুনির কথাও রয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে একটি বিশদ পুলিশ সংস্থাকে বোঝানো হয়েছে, 10 টি গ্রামের জন্য "সংগ্রহন", 200 টি গ্রামের জন্য "খড়বতিকা", ৪০০ টি গ্রামের জন্য একটি "দ্রোণমুখ" এবং ৮০০ টি গ্রামের জন্য "স্থনিয়া" to উল্লেখযোগ্যভাবে বুদ্ধি সংগ্রহের বিষয়ে উচ্চারণ ছিল।

মুঘল আমল

১৪.২২ মুঘল আমলে পুলিশিংয়ের জন্য দায়িত্বে নিযুক্ত মূল কর্মীরা ছিলেন স্ব স্ব স্তরে ফৌজদার ও কোতোয়াল। মোগল সাম্রাজ্যে বেশ কয়েকটি গ্রাম একত্রে মহল বা পরগনা গঠন করেছিল। বেশ কয়েকটি পরগনা সরকার গঠন করেছিল এবং বহু সরকার একটি সুবাহ বা প্রদেশ গঠন করেছিল। সাম্রাজ্য নিজেই প্রদেশগুলি নিয়ে গঠিত, যার সংখ্যা সাধারণত ডেকানের ঘটনার সাথে মিলিয়ে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছিল। শহর, শহর ও শহরতলিতে পুলিশিংয়ের দায়িত্ব ছিল কোতওয়ালের। আইন-ই-আকবরীতে কোতওয়ালের কার্যকারিতা উল্লেখ রয়েছে। তিনি ডাইমস এবং সামাজিক আপত্তি, নিয়ন্ত্রিত কবরস্থান, কবরস্থান, কসাইখানা, জেল প্রতিরোধ করেছিলেন এবং উত্তরাধিকারী সম্পত্তির দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাতের বেলা শহরে টহল দিয়েছিলেন এবং পুরুষদের এবং বেতনের তথ্যপ্রদানকারীদের কাছ থেকে বুদ্ধি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্টের সানাদ তার উপর যাতে কোনও চুরি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য তাকে নির্দেশ

দিয়েছিলেন। তিনি একটি নিবন্ধে শহরের প্রতিটি বাসিন্দার ঠিকানা এবং পেশাদার বজায় রেখেছিলেন, বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষদের উপার্জন এবং ব্যয় পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং ওজন এবং ব্যবস্থাগুলির যথার্থতা পরীক্ষা করেছিলেন। মাদক প্রস্তুত ও বিতরণ এবং পতিতা পেশাও তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। সুতরাং তাঁর কাজগুলি ছিল প্রতিরোধমূলক, গোয়েন্দা ও নিয়ন্ত্রক। ফৌজদার সরকার প্রধান ছিলেন এবং প্রধানত প্রধানত প্রধানত: বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমন করার জন্য সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। গ্রামীণ his তার এখতিয়ার। যদিও তিনি প্রাদেশিক গভর্নরের অধস্তন ছিলেন, তিনি সরাসরি রাজকীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তিনি ছিনতাইকারী দলকে ছত্রভঙ্গ করে এবং গ্রেপ্তার করেছিলেন এবং সমস্ত সহিংস অপরাধের নজরে রেখেছিলেন। তার কাজগুলি ছিল দেশের পাশের রাস্তাগুলি রক্ষা করা, সহিংস অপরাধ দমন করা, দস্যুদের শিকার করা, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করা রোধ করা, শান্তির ব্যাঘাতকারীদের গ্রেপ্তার করা এবং বিরোধীতা কাটিয়ে ওঠার জন্য শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে মালগুজারদের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সহায়তা করা, যেখানে প্রয়োজনীয়। বাস্তবে জমিদারকে তার জমিদারের লোকদের শান্তি ও সুরক্ষার জন্য দায়বদ্ধ করা হয়েছিল। জমিদাররা যে কাজ করেছে তা নিশ্চিত করার জন্যই ফৌজদার ছিল।

গণতন্ত্র

১৪.২৩ সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের ধারণাগুলি শিকড় ধরে। ভূমির আইনগুলি শাসক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র কৌতুক এবং কৌতূহল প্রতিফলিত করে না। আইন প্রণয়ন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার সাথে জড়িত। আইনটি এইভাবে পৃথক শাসক বা শাসক গোষ্ঠী বা দল থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং পুরো রাজ্যের মানুষের সাথে যুক্ত হয় ব্যক্তিগতকৃত আইনগুলি সরকারী আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। পুলিশের ভূমিকা ফলস্বরূপ এর বিষয়বস্তুতে পরিবর্তিত হয়েছিল। কোনও পৃথক শাসক বা গোষ্ঠীর স্বার্থ পরিবেশন করার পরিবর্তে পুলিশ একটি নৈর্ব্যক্তিক আইনের দাস হিসাবে কাজ করা শুরু করে যা রাজ্যের সকল নাগরিকের পক্ষে সাধারণ বিষয় ছিল। এই প্রাকৃতিক বিকাশ মুক্ত দেশে সহজে এবং সহজেই চলে এসেছে,

পুলিশ আইন, 1861

১৪.২৪ পুলিশ আইন অনুসারে ভারতীয় পুলিশ ব্যবস্থাটি বিশেষত পুলিশকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নির্বাহী সরকারের পুরোপুরি অধীনস্ত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। আইনের সেবক হিসাবে পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে মোটেই কোনও রেফারেন্স তৈরি হয়নি। সুতরাং, যখন ১ আগস্ট, ১৮ পুলিশ কমিশন নিয়োগের প্রস্তাবটি গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক কাউন্সিলের মেমোরেন্ডামে সংশোধিত সংস্থার সাথে জারি করা হয়েছিল, কমিশনের দিকনির্দেশনার জন্য নিম্নলিখিত "ভারতের জন্য ভাল পুলিশের বৈশিষ্ট্য" ছিল। প্রথমটি ছিল "এটি পুরোপুরি সিভিল এক্সিকিউটিভ সরকারের অধীনে হওয়া উচিত"। এটি যোগ করা হয়েছিল যে এর জন্য "নিয়মের পরিবর্তন দরকার যা পূর্ববর্তী মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে

ছিল, পুলিশের নিয়ন্ত্রণ একটি বিচার বিভাগীয় সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল ras মাদ্রাজায় সার্কিট বিচারকগণ এবং বোম্বের স্বেদার ফৌজদারি আদালুতকে। একটি নিয়মবিধি প্রদেশে এই বিধিটি জুডিশিয়াল কমিশনার বা আপিলের আদালতের বিকল্পধারার চেয়ে সিভিল কমিশনার বা নির্বাহী সরকারের অন্য প্রধানের অধীনে থাকা পুলিশ প্রয়োজনীয়তার দিকে নির্দেশ করবে। "আরও উল্লেখ করা হয়েছিল "পুলিশ প্রশাসনিক কার্যনির্বাহী প্রশাসনের ব্যান্ডগুলিতে কেন্দ্রীভূত হতে হবে" এবং "পুলিশের সংগঠন এবং শৃঙ্খলা সামরিক সংস্থার মতো হওয়া উচিত"।

১৪.২৫ কমিশন (১৮—০-—২) হুজুর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত গাইডলাইনগুলি অনুসরণ করা সহজ বলে মনে হয়েছিল কারণ সিন্ড থেকে শুরু করে তাদের মধ্যে যে ধরনের পুলিশ কাঠামোর পছন্দসই উদাহরণ রয়েছে সেগুলি ইতিমধ্যে দেশের মধ্যে পাওয়া যায়। রয়্যাল আইরিশ কনস্ট্যাবুলারির আদলে জেনারেল চার্লস নেপিয়ার সিন্ধে সংযোজনের পরে, সেনাবাহিনী অফিসার, একটি ইউরোপীয় পুলিশ লেফটেন্যান্ট এবং একজন অ্যাডজুট্যান্ট এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে পুলিশ ক্যাপ্টেন কর্তৃক জেলা পর্যায়ে একটি পুলিশ বাহিনী কমান্ড দেয়। প্রধান কমিশনারের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ। একটি উপনিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইরিশ কনস্টাবুলারি সংগঠিত হয়েছিল এবং ছিল। সুতরাং, ব্রিটিশ পুলিশ থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। ব্রিটিশ পুলিশ ছিল একটি গণতান্ত্রিক পুলিশ, এবং জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধিরা যারা পুলিশ কর্তৃপক্ষ গঠন করে এবং সেখানে ছিল তাদের কাছে জবাবদিহি করার আইনের একটি সরঞ্জাম। শেষ গণনায়, ত্রিশজন পুলিশ কর্তৃপক্ষ। তদানীন্তন বোম্বেয়ের গভর্নর স্যার জর্জ ক্লার্ক ১৮ 47 in সালে সিন্ধ সফর করেছিলেন এবং নেপিয়ারের পুলিশ সিস্টেম দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর বারকান্দি পুলিশ পুনর্গঠিত করেছিলেন। মাদ্রাজে একই ধরণের পরিবর্তনগুলি প্রভাবিত হয়েছিল। ১৮৫৪ সালে নিযুক্ত 'ফোরচার কমিশন "কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যসমূহ (১৮৫৫ সালে প্রকাশিত) এই প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করে এবং ১৮৯৯ সালের আইন XXX আইনটি জেলাগুলির শীর্ষ পুলিশ এবং সুপারিনটেনডেন্টে পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেলের নেতৃত্বে একটি বাহিনীর নতুন প্যাটার্ন স্থাপন করেছিল। আই 860 ০ এর আগেও বাংলায় একই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আই 860 এর ভারতীয় পুলিশ কমিশন বলেছিল: "আমরা এই বাহিনীকে সর্বক্ষেত্রে সিভিল এক্সিকিউটিভ সরকারের অধীনস্থ হওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছি এবং আমরা 'ড্যিাসপ্যাচ'-এর পক্ষ থেকে যথাযথ বিবেচনা করেছি মহামারী '

১৪.২ 6 এই অবস্থানটি ১৮ clearly ১ সালের পুলিশ আইনতে যেভাবে পুলিশের ভূমিকা, কর্তব্য, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে এটি খুব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই আইনের ধারা ২৩ অনুসারে, পুলিশকে প্রয়োজনীয় করা উচিত—

(i) কমিশনকে বাধা দেওয়া অপরাধ এবং জনসাধারণের উপদ্রব;

(ii) অপরাধীদের সনাক্ত এবং বিচারের আওতায় আনতে;

(iii) পুলিশ আইনানুগভাবে যাদের গ্রেপ্তার করার জন্য অনুমোদিত, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার;

(iv) জনসাধারণের শান্তিতে প্রভাবিত বুদ্ধি সংগ্রহ ও যোগাযোগ;
(v) কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনত জারি করা সমস্ত আদেশ এবং পরোয়ানা মান্য ও কার্যকর কর;
(vi) দাবীবিহীন সম্পত্তির দায়ভার গ্রহণ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এর তালিকা সরবরাহ করিবেন এবং উক্ত নিষ্পত্তির বিষয়ে তাঁর আদেশে পরিচালিত হন;
(vii) সরকারী রাস্তা, পুরো রাস্তা, ঘাট, অবতরণ স্থান এবং সরকারী অবলম্বনের অন্যান্য সকল স্থানে শৃঙ্খলা রক্ষা করা; এবং
(viii) পাবলিক রাস্তায় সমাবেশ ও মিছিলের অনুষ্ঠানে বাধা রোধ করে।
যে কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনত জারি করা সমস্ত আদেশের তাত্ক্ষণিক বাধ্যতা এবং কার্যকর করার জেদ কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের কাছে পুলিশকে মোট জমা দেওয়ার বিষয়টি নির্দেশ করে এবং নির্বাহী কর্মকর্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পুলিশকে ব্যবহার করার অপরিসীম সুযোগ প্রদান করে যা কোনও আইন, বিধি বা বর্ণিত হতে পারে না। নিয়ন্ত্রণ। একজন গড়পড়তা পুলিশ কোনও আইনত শৃঙ্খলা হিসাবে বিবেচিত হবে তবে শৃঙ্খলাবদ্ধতার উপরের কোনও ব্যক্তি যদি তার কাছে আসে। তিনি এই ধরনের আদেশ জারি করার জন্য কোনও আইনে কোনও সক্ষম করার বিধান রয়েছে কিনা তা যাচাই করতে বিরত থাকবেন না। এটিই বর্তমান অবস্থান।
ইউকেতে পুলিশ সংস্কার
১৪.২ 7 ভারতে এই পরিস্থিতি বিপরীতে, ব্রিটেনে পুলিশি সংস্কার নিজেই আলাদা রূপ নিয়েছিল এবং আইন প্রয়োগের জন্য পুলিশের মূল দায়িত্বকে সত্যই প্রতিফলিত করেছে, নিছক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই নিরপেক্ষ ও নিরপেক্ষভাবে। বা সরকারের আকাঙ্ক্ষাগুলি তাদের নীতিগত ঘোষণাগুলি যথাযথভাবে উত্থাপিত আইন থেকে পৃথক হিসাবে প্রকাশ করেছে। ১৮২২ সালে লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ যখন রবার্ট পিলের অনুপ্রেরণায় মূলত পুনরায় সংগঠিত হয় তখন যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চার্লস রোয়ান এবং রিচার্ড মেইন, যিনি প্রথম দু'জন পুলিশ কমিশনার ছিলেন, তিনি নিম্নলিখিত নয়টি মূলনীতি শাসন করার প্রস্তাব করেছিলেন সমস্ত পুলিশি পদক্ষেপ:
প্রথম নীতি। অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা রোধে, সামরিক বাহিনী দ্বারা তাদের দমন করার বিকল্প হিসাবে এবং আইনি শাস্তির তীব্রতা হিসাবে।
দ্বিতীয় প্রিন্সিপাল। সর্বদা স্বীকৃতি দেওয়া যে পুলিশদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা তাদের অস্তিত্ব, কাজ ও আচরণের জনগণের অনুমোদনের উপর এবং জনগণের সম্মান সুরক্ষিত ও বজায় রাখার দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।
তৃতীয় প্রিন্সিপাল। সর্বদা স্বীকৃতি দেওয়া যে জনগণের সম্মান ও অনুমোদন সুরক্ষিত রাখা এবং বজায় রাখা মানে আইন অনুসারে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের ইচ্ছুক সহযোগিতা সুরক্ষিত করা।
চতুর্থ নীতি। সর্বদা স্বীকৃতি জানাতে যে জনগণের সহযোগিতা যে পরিমাণে সুরক্ষিত করা যায়, আনুপাতিকভাবে শারীরিক বল প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং পুলিশি উদ্দেশ্য

অর্জনের জন্য বাধ্যতামূলকতা হ্রাস পায়।
পঞ্চম নীতি। জনগণের মতামতকে তুচ্ছ করে নয়, নীতিমালার সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় আইনটির নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ পরিচর্যা প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং পৃথক আইনের ন্যায়বিচার বা অবিচারকে বিবেচনা না করে জনগণের অনুগ্রহের সন্ধান ও সংরক্ষণ করা; জনসাধারণের সমস্ত সদস্যকে তাদের সম্পদ বা সামাজিক অবস্থান বিবেচনা না করে পৃথক পরিষেবা এবং বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিয়ে; সৌজন্য এবং ভাল রসিকতা ব্যায়াম দ্বারা; এবং জীবন রক্ষায় এবং সংরক্ষণে পৃথক ত্যাগের জন্য প্রস্তুত অফার দ্বারা।
ষষ্ঠ প্রিন্ট। শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করার জন্য শুধুমাত্র যখন অনুশাসন, পরামর্শ এবং সতর্কতার অনুশীলন শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে জনসাধারণের সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়; এবং কোনও পুলিশি লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোনও নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় / শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ডিগ্রি ব্যবহার করা।
সপ্তম প্রিন্সিপাল। সর্বসাধারণের সাথে এমন সম্পর্ক বজায় রাখা যে that তিহাসিক tradition তিহ্যের সত্যতা দেয় যে পুলিশ জনসাধারণ এবং জনসাধারণই পুলিশ; পুলিশ জনসাধারণের কেবল সদস্য, যাদের জনগণের কল্যাণ ও অস্তিত্বের স্বার্থে পুরো সময়ের জন্য 'প্রতিটি নাগরিকের উপর কর্তৃত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলিতে মনোযোগ দেওয়া হয় to'
অষ্টম নীতি। পুলিশ কার্যনির্বাহী কার্যক্রমে কঠোরভাবে মেনে চলা এবং সর্বদা আইনজীবি ব্যক্তি বা রাজ্যকে বিচারের ক্ষমতা দখল করা থেকে বিরত থাকা এবং কর্তৃত্বমূলকভাবে অপরাধবোধকে বিচার করা এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকা।
নবম নীতি। সর্বদা স্বীকৃতি দেওয়া যে পুলিশের দক্ষতার পরীক্ষা হ'ল অপরাধ এবং বিশৃঙ্খলার অনুপস্থিতি, এবং তাদের সাথে আচরণে পুলিশি পদক্ষেপের দৃশ্যমান প্রমাণ নয়।

পুলিশ law আইনের দাস

১৪.২৮ বর্তমান উদ্দেশ্যে আমরা বিশেষত পঞ্চম নীতিটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যা নীতিমালার সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় আইনের প্রতি নিরপেক্ষ পরিবেশনার জন্য পুলিশী দায়বদ্ধতার উপর নজর রাখে। গণতন্ত্রে আমরা পুলিশ ব্যবস্থাতে এটি পালন করার জন্য সবচেয়ে মৌলিক ধারণা হিসাবে ধারণ করি। পুলিশের মূল ভূমিকা হ'ল আইন প্রয়োগকারী সংস্থারূপে কাজ করা এবং নিরপেক্ষ পরিষেবা আইনকে নিখরচায় পরিবেশন করা, নিছক ইচ্ছার, ইঙ্গিতগুলি বা আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় সরকার কর্তৃক নিপীড়িত নীতির বিষয় হিসাবে যেগুলি বিরোধী হয় বা না মেনে চলে না of আমাদের সংবিধানের বিধানগুলি বা আইনটির অধীন আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। পুলিশকে এই ভূমিকা সম্পাদন করতে সক্ষম করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজের ব্যবস্থা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা আমরা অন্য অধ্যায়ে পৃথকভাবে আলোচনা করব, তবে এই অধ্যায়ের আমাদের উদ্দেশ্যটি হল এই ভূমিকাটিকে মৌলিক ভূমিকা হিসাবে আন্ডারলাইন করা। আমরা ভিজ্যুয়ালাইজ করেছি যে পুলিশ সংস্কারের আমাদের কাজটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা ১৮ 61 ১ সালের পুলিশ বাহিনীকে আইনানুগের বিদ্যমান বিধানগুলিতে বেশ কিছু আমূল পরিবর্তন আনার প্রয়োজন মনে করতে পারি। আমরা সুপারিশ করি যে উপরে বর্ণিত মৌলিক পুলিশ

ভূমিকাটি বিশেষভাবে বানানযুক্ত হতে পারে নতুন পুলিশ আইনে স্বতন্ত্র শর্তে বাইরে।

পুলিশদের জন্য আচরণবিধি

14.29 আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আই 1960-এ পুলিশ পরিদর্শক জেনারেলের সম্মেলনে ভারতে পুলিশের জন্য আচরণবিধি গৃহীত হয়েছিল এবং সমস্ত রাজ্য সরকারগুলিতে প্রচারিত হয়েছিল। এই কোডের নিম্নোক্ত ধারা রয়েছে:

(১) পুলিশকে অবশ্যই ভারতের সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত আনুগত্য সহ্য করতে হবে এবং এর নিশ্চয়তা অনুসারে নাগরিকদের অধিকারকে সম্মান করতে হবে এবং ধরে রাখতে হবে।

(২) পুলিশ মূলত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। তাদের যথাযথভাবে কার্যকর করা কোনও আইনের স্বত্ব বা প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়। তাদের উচিত ভয় বা পক্ষপাতহীনতা, কুৎসা বা উদারতা ছাড়াই ও নিরপেক্ষভাবে আইনটি প্রয়োগ করা উচিত।

(৩) পুলিশকে তাদের ক্ষমতা এবং কার্যকারিতার সীমাবদ্ধতাগুলি স্বীকৃতি দেওয়া এবং সম্মান করা উচিত। তাদের উচিত না দখল বা ওয়েইন যেন বিচার বিভাগের কাজগুলিকে দখল করে এবং মামলার রায় নিয়ে বসে থাকে। বা তারা ব্যক্তিদের প্রতিশোধ নেবে এবং অপরাধীদের শাস্তি দেবে না।

(৪) আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে বা শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশকে বোঝা, পরামর্শ ও সতর্ক করার পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা উচিত। এগুলি যদি ব্যর্থ হয় এবং শক্তির প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে যায় তবে পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন ব্যবহার করা উচিত।

(৫) পুলিশের প্রধান কর্তব্য হ'ল অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা রোধ করা এবং পুলিশকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তাদের দক্ষতার পরীক্ষাটি উভয়ের অনুপস্থিতি এবং তাদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে পুলিশি পদক্ষেপের দৃশ্যমান প্রমাণ নয়।

()) পুলিশকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে যে তারা জনসাধারণের সদস্য এবং এই একমাত্র পার্থক্যের সাথে যে জনগোষ্ঠীর স্বার্থে এবং তার পক্ষ থেকে তারা নিযুক্ত করা কর্তব্যগুলিতে পূর্ণ-সময় মনোযোগ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয় যা সাধারণত প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হয় ।

()) পুলিশকে বুঝতে হবে যে তাদের কর্তব্যগুলির দক্ষ কার্য সম্পাদন জনসাধারণের কাছ থেকে প্রস্তুত সহযোগিতার পরিমাণের উপর নির্ভর করবে। এটি পরিবর্তিতভাবে তাদের আচরণ ও কর্মের জনগণের অনুমোদনের সুরক্ষায় এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জনের এবং তাদের বজায় রাখার ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে, তারা যে পরিমাণে জনসাধারণের সহযোগিতা অর্জনে সফল হয়েছে, শারীরিক শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আনুপাতিকভাবে হ্রাস পাবে বা তাদের কাজগুলি স্রাব করতে বাধ্যতা।

(৮) পুলিশের সকল ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বিবেচনাশীল হওয়া উচিত এবং তাদের কল্যাণে অবিচ্ছিন্নভাবে সচেতন হওয়া উচিত। তাদের সর্বদা • ব্যক্তিগত পরিষেবা এবং বন্ধুত্বের জন্য প্রস্তুত থাকতে এবং তাদের সম্পদ বা সামাজিক অবস্থান বিবেচনা না করে সবার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। '

(৯) পুলিশকে সর্বদা নিজের আগে কর্তব্য রাখতে হবে, যে বিপদ বা উস্কানির কারণই হোক

না কেন শান্ত এবং ভাল হাস্যকর থাকতে হবে এবং অন্যের সুরক্ষায় তাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।
(১০) পুলিশকে সর্বদা বিনয়ী ও সৎ আচরণ করা উচিত; তারা নির্ভরযোগ্য এবং সংযুক্ত না হওয়া উচিত; তাদের উচিত মর্যাদা ও সাহস; এবং চরিত্র এবং মানুষের বিশ্বাস বাড়াতে হবে। '
(১১) সর্বোচ্চ শৃঙ্খলার একাগ্রতা হ'ল পুলিশের সুনামের মূল ভিত্তি। এটি স্বীকৃতি হিসাবে, মরা পুলিশকে তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে অবশ্যই বিচ্ছিন্নভাবে পরিষ্কার রাখতে হবে, আত্ম-সংযম বিকাশ করতে হবে এবং ব্যক্তিগত এবং অফিসিয়াল উভয় জীবনেই চিন্তাভাবনা ও কর্মে সত্যবাদী এবং সৎ হতে হবে। যাতে জনগণ তাদেরকে অনুকরণীয় নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করতে পারে।
। (১২) পুলিশকে এই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত যে তারা কেবল প্রশাসনের এবং দেশের প্রতি তাদের ব্যবহার্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে কেবলমাত্র একটি উচ্চমানের শৃঙ্খলা বজায় রেখে, উর্ধ্বতনদের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য এবং বাহিনীর প্রতি আনুগত্য এবং নিজেকে নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ এবং প্রস্তুতি অবস্থায় রেখে। ।
আমরা উপরোক্ত সমস্ত ধারাগুলির সাথে সাধারণভাবে একমত হয়েছি এবং সন্তুষ্ট যে তারা এখন উল্লিখিত হিসাবে পুলিশের জন্য পুনরায় সংজ্ঞায়িত ভূমিকা, কর্তব্য এবং দায়িত্বগুলির সাথে উপযুক্তভাবে ফিট হবে, তবে আমাদের দফা (12) হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছুটা সংরক্ষণ রয়েছে । "প্রশাসন" এবং "দেশ" পৃথকভাবে পুলিশের ব্যবহার্যতার একটি উল্লেখ একটি সাধারণ ধারণা দেয় যে প্রশাসন এবং দেশের স্বার্থ সর্বদা মিলে না। আমরা আমাদের মতামত পরিষ্কার করে দিয়েছি যে পুলিশের মূল ভূমিকাটি ক্ষমতায় থাকা সরকারের দাস হিসাবে নয়, আইনের দাস হিসাবে কাজ করা। ধারা (১২) এর "প্রশাসন" শব্দটি কেবলমাত্র সরকারকে বোঝাতে পারে এবং তাই আমরা এই ধারাটিতে এর প্রাসঙ্গিকতা গ্রহণ করি না। এছাড়াও, "
(১২) পুলিশকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত যে দেশের জনগণের কাছে তাদের পূর্ণ উপযোগিতা কেবলমাত্র উচ্চ শৃঙ্খলার মান বজায় রাখা, আইন অনুসারে কর্তব্যগুলির বিশ্বস্ত কার্য সম্পাদন এবং কমান্ডিং পদগুলির নির্দেশের নিখুঁত আনুগত্যের মাধ্যমে এবং তার প্রতি নিখুঁত আনুগত্যের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া উচিত best শক্তি এবং ধ্রুব প্রশিক্ষণ এবং প্রস্তুতি একটি রাজ্যে নিজেকে রেখে।

আইন 'উদ্দেশ্য'

14.30 আইন প্রয়োগের বিষয়টি অবশ্য নিজেরাই উদ্দেশ্য হিসাবে ধরে রাখতে পারে না। এটিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার, মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার চূড়ান্ত অবজেক্টের সাথে মৌলিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব হিসাবে দেখা যেতে পারে এবং আরও কী কী, তাদের প্রদত্ত সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করতে পারে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে ভারত একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে গঠিত এবং / এটি তার সমস্ত নাগরিককে সুরক্ষিত করা "ন্যায়বিচার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও

রাজনৈতিক; স্বাধীনতা ও (চিন্তাভাবনা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস বিশ্বাস এবং উপাসনা) ; মর্যাদা ও সুযোগের সমতা; এবং তাদের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতির unity ক্য ও অখণ্ডতার নিশ্চয়তা প্রদান করে সকল ভ্রাতৃত্ববোধ প্রচার করা "।

১৪.৩১ উপস্থাপনে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি বিবেচনা করে, আমরা বলব যে পুলিশ কর্তৃক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুটি মূল কাজটি আবরণ করা উচিত: -

(i) তার সাংবিধানিক এবং আইনী অধিকার রক্ষাকারী ব্যক্তির মর্যাদাকে সমর্থন করা। জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন প্রয়োগ করে পুলিশ এই উদ্দেশ্যকে সুরক্ষিত করে।

(ii) সমাজের কাঠামো এবং জাতির এক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করা। জনসাধারণের শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ,

তদন্ত ও অপরাধ রোধে সম্পর্কিত আইন প্রয়োগ করে পুলিশ এই লক্ষ্যটি সুরক্ষিত করে '

14.32 আইন প্রয়োগের মূলত দুটি অংশ রয়েছে। একটি প্রকৃতরূপে লঙ্ঘন হওয়ার পরে কোনও অপরাধ সম্পর্কিত অর্থ সম্পর্কিত আইন তদন্তের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় অংশটি উপযুক্ত অধ্যয়ন, মূল্যায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও কারণ ও পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ বা অন্যথায় অপরাধের খুব সংঘটন প্রতিরোধ সম্পর্কিত, যা অপরাধ কমিশনকে সহায়তা করে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যে অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে পুলিশের সরাসরি এবং কম-বেশি একচেটিয়া দায়িত্ব রয়েছে তবে অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সীমিত ভূমিকা রয়েছে যে কারণে অপরাধের দিকে পরিচালিত বিভিন্ন অবদানকারী উপাদানগুলি সম্পূর্ণ এবং একচেটিয়াভাবে না নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশের ডোমেনের মধ্যে লম্বা। অপরাধের কার্যকর প্রতিরোধের জন্য কেবল পুলিশই নয়, সামাজিক প্রতিরক্ষা ও কল্যাণের সাথে যুক্ত অন্যান্য সংস্থারও এই বিষয়গুলির একটি সমন্বিত বোঝাপড়া এবং প্রশংসা প্রয়োজন crime অপরাধ প্রতিরোধের জন্য পুলিশ দায়িত্বটি কিছুটা হলেও ভাগাভাগি করতে হবে অন্যান্য সংস্থা। আমরা অনুভব করি যে একদিকে অপরাধ তদন্ত এবং অন্যদিকে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য পুলিশের দায়িত্বের এই পার্থক্যটি স্পষ্টতই পুলিশ আইনতে বোঝা উচিত এবং ইঙ্গিত করা উচিত, যা অন্যান্য সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির দ্বারা উপযুক্ত সংঘবদ্ধ পদক্ষেপকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং সহায়তা করবে অপরাধ রোধে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য পুলিশের দায়িত্ব এইভাবে কিছুটা অন্য সংস্থার সাথে ভাগ করে নিতে হবে। আমরা অনুভব করি যে একদিকে অপরাধ তদন্ত এবং অন্যদিকে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য পুলিশের দায়িত্বের এই পার্থক্যটি স্পষ্টতই পুলিশ আইনতে বোঝা উচিত এবং ইঙ্গিত করা উচিত, যা অন্যান্য সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির দ্বারা উপযুক্ত সংঘবদ্ধ পদক্ষেপকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহায়তা এবং সহায়তা করবে অপরাধ রোধে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য পুলিশের দায়িত্ব এইভাবে কিছুটা অন্য সংস্থার সাথে ভাগ করে নিতে হবে। আমরা অনুভব করি যে একদিকে অপরাধ তদন্ত এবং অন্যদিকে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য পুলিশের দায়িত্বের এই পার্থক্যটি স্পষ্টতই পুলিশ আইনতে বোঝা উচিত এবং ইঙ্গিত করা উচিত, যা অন্যান্য সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির দ্বারা উপযুক্ত সংঘবদ্ধ পদক্ষেপকে

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহায়তা এবং সহায়তা করবে অপরাধ রোধে

গণশৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ 14.33 **জনশৃঙ্খলা** রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রমে জনসাধারণের শান্তি সম্পর্কিত আইন লঙ্ঘন রোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতিটি প্রসারিত করে আমরা অনুভব করি যে উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশকে অন্যান্য সংগঠিত পাবলিক সংস্থার সহায়তা নিতে আইনত সক্রিয় করা উচিত।

বেসরকারী সুরক্ষা ব্যবস্থা

14.34 পণ্য উত্পাদন ও বিতরণ এবং পরিষেবা সরবরাহের মাধ্যমের রাষ্ট্রীয় মালিকানা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে বিশেষত স্বাধীনতার পরে 'জনসাধারণের সম্পত্তি'র এক বিরাট প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। প্রথাগত সুরক্ষা অধীনে ব্যক্তিগত প্রসারিত
সম্পত্তি, সরকারী সম্পত্তিও সুরক্ষা প্রয়োজন। এটি শিল্প সুরক্ষা বাহিনী এবং রেলপথ সুরক্ষা বাহিনীর মতো বিশেষ বাহিনীর বিকাশ ঘটিয়েছে। প্রগতিশীল শিল্পায়নের সাথে সাথে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও এর মাত্রা প্রসারিত করেছে, এবং মালিকরা বিভিন্ন পদার্থের ব্যবহার থেকে অগ্রগতি করেছে ওয়াচম্যানরা সংগঠিত বেসরকারী সুরক্ষা প্রহরীদের ব্যবস্থায়। যেহেতু অনেক মালিক এ জাতীয় সুরক্ষারক্ষীদের সেবার জন্য সরাসরি অর্থ প্রদান করতে রাজি না হওয়ায় সরাসরি বেসরকারীভাবে পরিচালিত শিল্প সুরক্ষা সংস্থাগুলির একটি বড় সংখ্যা দেশে উদ্ভূত হয়েছে। বৃহত্তর শিল্পায়নের সাথে এই সংস্থাগুলি আকার বৃদ্ধি করতে বাধ্য কারণ পুলিশ নিজেই ব্যক্তিগত পরিষেবাগুলিতে এই পরিষেবাগুলি সরবরাহ করতে পারে না প্রতিষ্ঠানের,

১৪.৩৫ সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য বেসরকারী খাতে সংগঠিত পরিষেবাদির পাশাপাশি বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিছু ধরনের অপরাধের অনানুষ্ঠানিক জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য উঠে এসেছিল যেখানে বিভিন্ন ধরণের অপরাধের শিকার অপরাধীরা নিঃশব্দে কামনা করে এবং পুলিশ দ্বারা একটি উন্মুক্ত এবং .ggggv তদন্ত অগ্রাধিকার হিসাবে গোপনীয় তদন্ত। আমরা বুঝতে পারি যে দেশে এ জাতীয় 50 টিরও বেশি সংস্থা কাজ করছে। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বীমা দাবী, বৈবাহিক মামলা, বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়াদি, বঞ্চিত হওয়া এবং ব্যবসায়ের চিহ্ন এবং কপিরাইটের লঙ্ঘন সম্পর্কিত অনুসন্ধানগুলি নিয়ে কাজ করে এই জাতীয় সংস্থাগুলি কোনও কোনও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও ভাল বোঝার সুবিধার্থে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হয় বলেও জানা যায় বেসরকারী শিল্প ব্যবস্থাপনা। আমাদের দেশে বর্তমানে বেসরকারী সংস্থাগুলির কার্য পরিচালনার কোনও আইন নেই। কিছু বিদেশী দেশে তাদের এই জাতীয় সংস্থা লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পুলিশদের সাথে তাদের সুস্থ কর্মক্ষম এবং অর্থপূর্ণ যোগাযোগের সুবিধার্থে কিছু নিয়মকানুনের কাঠামোর মধ্যে এনে তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা উপযুক্ত সংবিধিবদ্ধ সমর্থন সহ লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিই এই বেসরকারী এজেন্সিগুলির কাজ নিয়ন্ত্রণ করুন।

অপরাধের শ্রেণিবদ্ধকরণ

১৪.৩ অপরাধ তদন্তের জন্য পুলিশের দায়িত্বকে সাধারণ আইনে, যেমন পুলিশ আইন অনুসারে বর্নিত করা যেতে পারে, তবে প্রকৃত পদ্ধতিগত অনুশীলনে বিভিন্ন ধরণের অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ ডিগ্রিটির বিভিন্ন বিভাগকে নির্দিষ্ট করে এমন একটি গ্রেড পরিস্থিতি থাকতে হবে। বিদ্যমান আইনে, আমাদের অপরাধকে ক্রমশ দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে — জ্ঞানযোগ্য এবং অ-জ্ঞানীয়। কার্যনির্বাহী আইন একটি বোধগম্য অপরাধ তদন্তে পুলিশের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করে। অজ্ঞাতনামা অপরাধে পুলিশের হস্তক্ষেপের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন আমরা সম্মত হই যে সমস্ত আইনের অধীনে সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশের দায়িত্বকে অভিন্ন করার দরকার নেই। কিছু ধরণের অপরাধের জন্য তাদের নিজস্ব উদ্যোগে এবং নিজস্ব বুদ্ধিমত্তায় পুলিশের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে, কোনও আপত্তিজনক ব্যক্তির কাছ থেকে যেমন অভিযোগের জন্য অপেক্ষা না করে কিছু অন্যান্য ধরনের অপরাধ কেবল জনসাধারণের সদস্যের নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধের চিত্রটি কল্পনা করা যেতে পারে যেখানে জনসাধারণের কোনও সদস্যের দ্বারা নয়, কেবল একজন আক্রমণাত্মক পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ধরনের পুলিশ প্রতিক্রিয়া কাম্য হবে সেগুলি আমাদের দ্বারা অন্য একটি অধ্যায়ে পৃথকভাবে মোকাবেলা করা হবে যেখানে আমরা অনুসন্ধান এবং তদন্ত সম্পর্কিত আইনে বিদ্যমান বিধানগুলি পরীক্ষা করব। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যটির জন্য এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যথেষ্ট যে তদন্তের জন্য পুলিশের দায়বদ্ধতা সকল প্রকার অপরাধের জন্য একই রকমের নয় তবে বিভিন্ন ধরণের অপরাধের জন্য বিভিন্ন শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। কিছু অন্যান্য ধরনের অপরাধ কেবল জনসাধারণের সদস্যের নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধের চিত্রটি কল্পনা করা যেতে পারে যেখানে জনসাধারণের কোনও সদস্যের দ্বারা নয়, কেবল একজন আক্রমণাত্মক পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ধরনের পুলিশ প্রতিক্রিয়া কাম্য হবে সেগুলি আমাদের দ্বারা অন্য একটি অধ্যায়ে পৃথকভাবে মোকাবেলা করা হবে যেখানে আমরা অনুসন্ধান এবং তদন্ত সম্পর্কিত আইনে বিদ্যমান বিধানগুলি পরীক্ষা করব। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যটির জন্য এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যথেষ্ট যে তদন্তের জন্য পুলিশের দায়বদ্ধতা সকল প্রকার অপরাধের জন্য একই রকমের নয় তবে বিভিন্ন ধরণের অপরাধের জন্য বিভিন্ন শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। কিছু অন্যান্য ধরনের অপরাধ কেবল জনসাধারণের সদস্যের নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধের চিত্রটি কল্পনা করা যেতে পারে যেখানে জনসাধারণের কোনও সদস্যের দ্বারা নয়, কেবল একজন আক্রমণাত্মক পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ধরনের পুলিশ প্রতিক্রিয়া কাম্য হবে সেগুলি আমাদের দ্বারা অন্য একটি অধ্যায়ে পৃথকভাবে মোকাবেলা করা হবে যেখানে আমরা অনুসন্ধান এবং তদন্ত

সম্পর্কিত আইনে বিদ্যমান বিধানগুলি পরীক্ষা করব। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যটির জন্য এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যথেষ্ট যে তদন্তের জন্য পুলিশের দায়বদ্ধতা সকল প্রকার অপরাধের জন্য একই রকমের নয় তবে বিভিন্ন ধরণের অপরাধের জন্য বিভিন্ন শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক অপরাধ

১৪.৩ 7 মানব দেহ ও সম্পত্তির সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত ভারতীয় দণ্ডবিধিতে বর্ণিত তিহ্যবাহী **অপরাধগুলি** বাদ দিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অপরাধের ক্রমবর্ধমান ঘটনাটি দেখেছি। আইন কমিশন তাদের ৪ th তম প্রতিবেদনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধগুলি নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করেছে: -

"এখন অবধি সমাজবিরোধী কাজ ও অর্থনৈতিক অপরাধের ধারণাটি ফৌজদারি আইনের অগ্রগতি এবং অর্জনের সাথে এর সম্পর্কের সাথে পরিচিতদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে সামাজিক উদ্দেশ্যগুলি। তবুও, এই অপরাধগুলির কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভবত এটির বাইরে নয় "

সংক্ষেপে এগুলি সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে: -

"(আমি) অপরাধীর উদ্দেশ্য হ'ল অভিলাষ বা ধর্ষণকারী (কাম বা ঘৃণা নয়)।

(২) অপরাধের পটভূমিটি সংবেদনহীন (হত্যা, ধর্ষণ, মানহানি ইত্যাদির মতো নয়)। ভুক্তভোগী ও অপরাধীর মধ্যে কোনও আবেগের প্রতিক্রিয়া নেই।

15

(3) ভুক্তভোগী সাধারণত রাজ্য বা জনসাধারণের একটি অংশ, বিশেষত গ্রাহক পাবলিক (.এই অংশ যা পণ্য বা পরিষেবা গ্রাহ্য করে, শেয়ার বা সিকিওরিটি বা অন্যান্য অন্তর্দৃষ্টিগুলি কিনে)। এমনকি যেখানে পৃথক শিকার রয়েছে, অপরাধের আরও গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হ'ল সমাজের ক্ষতি।

(৪) অপরাধীর অপারেশন করার পদ্ধতি জালিয়াতি, জোর নয়।

(5) সাধারণত, আইনটি ইচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত।

()) সুরক্ষিত সুদ দ্বিগুণ — (ক) সংরক্ষণের জন্য সামাজিক আগ্রহ —

(i) স্বতন্ত্র সদস্যদের সম্পত্তি বা সম্পদ বা স্বাস্থ্য, এবং জাতীয় সম্পদ, এবং

(ii) ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা শোষণ, বা অপব্যয় থেকে সামগ্রিকভাবে সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা;

(খ) কর ও শুল্ক, বৈদেশিক মুদ্রা, বৈদেশিক বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য সম্পর্কিত আইন প্রয়োগ করে দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে সামাজিক আগ্রহ। "

আইন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে "সামাজিক অপরাধ" এমন একটি অপরাধ যা সম্পূর্ণরূপে সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য বা বৈষয়িক কল্যাণকে প্রভাবিত করে কেবল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থকেই নয়। একইভাবে, অর্থনৈতিক অপরাধগুলি হ'ল সেগুলি যা দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে এবং কেবল কোনও ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থের সম্পদ নয়। এই বিভাগে হোয়াইট কলার অপরাধগুলি হ'ল সমাজের উচ্চবর্গের সদস্যদের দ্বারা তাদের দখলের সময়

সংঘটিত অপরাধ, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি রোধ বা বাধাগুলির জন্য গণনা করা অপরাধ এবং এর অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে তোলা, কর ফাঁকি দেওয়া, অবস্থানের অপব্যবহার সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা, চুক্তি লঙ্ঘনের প্রকৃতির অপরাধ, ফলস্বরূপ পণ্য সংগ্রহ করা, হোর্ডিং এবং কালো বিপণন, খাদ্য ও ড্রাগের ভেজাল,

সামাজিক আইন

বলবতীকরণ 14 পুলিশের ভূমিকা '১৪.৩৮ রাজ্যগুলিতে আমাদের সফর এবং বিভিন্ন জনসাধারণেরও জনসাধারণের সাথে দলগত আলোচনা চলাকালীন একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে এই জাতীয় এবং অর্থনৈতিক প্রয়োগে পুলিশের কোনও ভূমিকা থাকতে হবে কিনা? আইন। আমরা এই বিষয়ে তিনটি মতামত পেয়েছি। প্রথম এবং যা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি বলা যেতে পারে তা হ'ল সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইন নিয়ে পুলিশের কোনও যোগসূত্র নেই কারণ (i) পুলিশ কেবল ফৌজদারি আইনের সাথে সম্পর্কিত; (ii) জনবল ও সরঞ্জামের ঘাটতির কারণে তারা সুনির্দিষ্টভাবে মৌলিক ফৌজদারি আইন প্রয়োগ করতে পারে এবং বৃহত্তর ভূমিকা নিতে পারে না; (iii) অনেকগুলি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আইন পূর্বের জনগণের মতামতের সাথে এবং কখনও কখনও দ্বন্দ্বের সাথে সংঘটিত হয় এবং তাই কার্যকর করা হয়

এই জাতীয় আইন পুলিশে জনগণের বৈরিতা বাড়িয়ে তুলবে; (iv) আর্থ-সামাজিক সংস্কার পুলিশের ব্যবসা নয়; (v) বৃহত্তর দক্ষতা সংকীর্ণ ভূমিকার প্রতি মনোনিবেশের ফলে ঘটবে এবং (vi) এটি পুলিশের পদমর্যাদায় দুর্ভাগ্যজনক দুর্নীতির সূচনা করে যা তাদের কার্যকলাপের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় মতামত, যা প্রথমটির বিপরীতে রয়েছে, 'বলেছে যে (i) পুলিশ প্রাথমিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং তাদের অবশ্যই সমস্ত আইন প্রয়োগ করতে হবে; (ii) সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইন সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং রাজ্য নীতির নির্দেশিক নীতিমালায় বর্ণিত জনগণের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণের প্রয়াসকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং অতএব, এই জাতীয় প্রচেষ্টায় পুলিশকে অবশ্যই একটি হাত দিতে হবে;, (iii) এই জাতীয় আইন প্রয়োগ করে পুলিশ সামাজিক পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করবে, এমন একটি ভূমিকা যা তাদের মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই প্রথাগত নেতিবাচক এবং শাস্তিমূলক ভূমিকার জন্য অবশ্যই ভাল; এবং, (iv) সামাজিক আইনটি প্রায়শই সামাজিক প্রতিরক্ষা লক্ষ্য করে যা পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক হওয়া পুলিশের সরাসরি উদ্বেগ। তৃতীয় মতামত এই দু'জনের সংমিশ্রণ এবং ধারণ করে যে পুলিশ প্রতিটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইন নিয়ে নিজেদের উদ্বিগ্ন হতে পারে না তবে তাদের নিজেরাই উদ্বিগ্ন হতে হবে যেমন (i) সামাজিক কুফলগুলি যা জনসাধারণের দ্বারা স্বীকৃত হিসাবে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করে জনগণের, এর উদাহরণ হ'ল কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, যার মাধ্যমে পুলিশ জনজীবনে আধিপত্য বৃদ্ধি করতে পারে; (ii) জীবন ও সম্পত্তি সম্পর্কিত তিহ্যবাহী অপরাধ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে এমন সামাজিক অপরাধসমূহ 1 এবং (iii) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ যা সংগঠিত অপরাধে পরিণত হয়।

১৪.৩৯ প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন কর্তৃক গঠিত পুলিশ প্রশাসনের বিষয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপের এই বক্তব্য ছিল (আগস্ট 1967):
সামাজিক আইন প্রয়োগের জন্য পুলিশকে তাদের দায়িত্বে সরানোর পক্ষে এই যুক্তি দৃ প্রত্যয় প্রকাশ করে না। অন্য কোনও সংস্থা, সমস্ত সম্ভাবনার মধ্যেও, একই ঘাটতিতে ভুগতে পারে। কার্যকর তদারকি এই মন্দটি রোধ করতে সহায়তা করতে পারে। এর জন্য যন্ত্রপাতিগুলি প্রয়োজন অনুসারে শক্তিশালী করা যেতে পারে। সন্দেহ নেই, এই জাতীয় আইন কার্যকর করার কাজটি প্রকৃতপক্ষে বিশাল। এই ক্ষেত্রে কার্যকর প্রয়োগের জন্য নতুন কাজের চাপের যথাযথ মূল্যায়ন এবং পর্যাপ্ত অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা একেবারে প্রয়োজনীয়। এটাও অনুভূত হয় যে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে অনুরূপ ইউনিটের আদলে 'বিশেষায়িত স্কোয়াড' বা 'সোশ্যাল পুলিশ উইংস' এর সংগঠনটি বিবেচনার দাবি রাখে। পুলিশ প্রশিক্ষণ কমিটিও পুলিশ সামাজিক আইন প্রয়োগের পক্ষে ছিল।
১৪.৪০ আমরা মনে করি যে রাজ্যের কাছে প্রাথমিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে পুলিশ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কোনওরকম বা অন্য কোনওভাবে জড়িত থাকতে পারে না। এই আইন প্রয়োগের জন্য পুলিশদের কর্তব্য রয়েছে তবে এই জড়িত হওয়া থেকে উদ্ভূত কিছু সম্ভাব্য কুফলগুলি এড়াতে অবশ্যই প্রয়োগের পদ্ধতি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এই প্রশ্নে আমাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিটি বর্ণনা করার পরে, আমরা আলাদাভাবে অন্য অধ্যায়ে পুলিশ কর্তৃক সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইন প্রয়োগের মেকানিক্সের বিশদ বিবরণ করব।

পাবলিক অর্ডার — সংজ্ঞা

১৪.৪১ জনসাধারণের শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুলিশের দায়িত্ব প্রায়শই উল্লেখ করা হয় এবং সাধারণ শর্তে স্বীকার করা হয় "পাবলিক অর্ডার" শব্দের আসল অভ্যাসটি বোঝার জন্য এবং একটি সরকারী শৃঙ্খলা পরিস্থিতিটির বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা এই প্রসঙ্গে কার্যকর হবে useful রাম মনোহর লোহিয়া বনাম বিহার রাজ্যে সুপ্রিম কোর্টের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি (এআইআর 1966 এসসি 740) এই প্রবন্ধে পড়তে পারে: -
"আইন লঙ্ঘন সর্বদা আদেশকে প্রভাবিত করে তবে জনসাধারণের আদেশকে প্রভাবিত করার আগে বলা যেতে পারে এটি অবশ্যই প্রভাবিত করবে" সম্প্রদায় বা জনসাধারণ বড় আকারে ..... ডিসঅর্ডার একটি
বিস্তৃত বর্ণালী যা এক প্রান্তে ছোট ছোট ঝামেলা এবং অন্যদিকে সবচেয়ে মারাত্মক এবং সর্বনাশা ঘটনা ঘটায় ....
বিরক্ত হলে পাবলিক অর্ডার অবশ্যই জনসাধারণের বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে। শান্তির প্রতিটি লঙ্ঘন জনিত ব্যাঘাত ঘটায় না। দু'জন মাতাল যখন ঝগড়া করে এবং লড়াই করে তখন ব্যাধি দেখা দেয় তবে পাবলিক ডিসঅর্ডার হয় না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে তবে তারা জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার কারণে এই বিষয়টিতে বিস্তারিত বলা যায় না। মনে করুন যে এই দু'জন যোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের এবং তাদের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক আবেগ বাড়াতে চেয়েছিল,

সমস্যাটি এখনও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে একটি যা এটিকে উত্থাপিত করে (তিনি জনসাধারণের ব্যাঘাতের আশংকা .....
আইন লঙ্ঘন সর্বদা অর্ডারকে প্রভাবিত করে তবে জনসাধারণের শৃঙ্খলা প্রভাবিত করার আগে বলা যেতে পারে, এটি অবশ্যই সম্প্রদায় বা জনসাধারণকে বড় আকারে প্রভাবিত করে। একজনকে তিনটি কেন্দ্রিক বৃত্ত কল্পনা করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা সবচেয়ে বড় চেনাশোনার প্রতিনিধিত্ব করে যার মধ্যে পরবর্তী সার্কেলটি সর্বজনীন শৃঙ্খলা উপস্থাপন করে এবং ক্ষুদ্রতম বৃত্তটি রাষ্ট্রের সুরক্ষা উপস্থাপন করে। তখন এটি দেখতে সহজ যে কোনও আইন আইনশৃঙ্খলা রচনায় প্রভাব ফেলতে পারে তবে পাবলিক অর্ডারে নয় ঠিক যেমন একটি আইন জনসাধারণের শৃঙ্খলায় প্রভাব ফেলতে পারে তবে রাষ্ট্রের সুরক্ষাকে নয়।
অরুণ ঘোষ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে (এআইআর 1970 সুপ্রিম কোর্ট 1228) সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বর্তমানকে বিঘ্নিত করলে জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। "পাবলিক অর্ডার সমগ্র দেশ বা এমনকি একটি নির্দিষ্ট এলাকা হিসাবে নিয়ে যাওয়া সম্প্রদায়ের জীবনের এমনকি টেম্পো"। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার চেয়ে পাবলিক অর্ডার সম্প্রদায়কে আরও বেশি করে গ্রহণ করে এবং এতে জনসাধারণের প্রশান্তির সাধারণ ঝামেলা জড়িত। নিজে থেকে একটি আইন বা নিজে আইন লঙ্ঘন জনসাধারণের শৃঙ্খলার ব্যাঘাতের ইঙ্গিত দেয় না। যদি কোনও ব্যক্তি অন্যকে ছুরিকাঘাত করে তবে কিছু লোক হতবাক হয়ে যেতে পারে তবে সম্প্রদায়ের জীবন এমনকি একটি টেম্পোতে চলতে থাকে। তবে যদি কোনও লোক শহরে ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা পোষণ করে এমন অন্য কোনও সম্প্রদায়ের সদস্যকে ছুরিকাঘাত করে,

অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা

১৪.৪২ 'সার্বজনীন শৃঙ্খলা'র উপরোক্ত ধারণার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্যটি এই সত্যটি তুলে ধরে যে কোনও রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ক্রমশ আইনু শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, সামগ্রিকভাবে রাজ্যে একটি গণ শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে। একাধিক রাজ্যে সার্বজনীন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার অর্থ সামগ্রিকভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য হুমকির কারণ হতে পারে। সাধারণ অপরাধ রোধ ও তদন্তের জন্য পুলিশের দায়িত্ব চূড়ান্তভাবে তাদের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পাবলিক অর্ডার পরিস্থিতি এবং সেই আদেশে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য হুমকিসহ জড়িত থাকতে পারে। দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা হুমকির মুখে পড়লে উপযুক্ত পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি দায়িত্ব রয়েছে। গুরুতর জনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাজ্য পুলিশকে সহায়তা করার জন্য সিআরপি এবং বিএসএফ-এর মতো সশস্ত্র বাহিনীকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাজ্য সরকারগুলির সহায়তায় আসা অনুশীলন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবিধানের 7th ম তফসিলে পুলিশ বর্তমানে একটি রাজ্যের বিষয় is কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির বিবেচনার জন্য এটি কেন্দ্রীয় সরকারকে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য হুমকিস্বরূপ পরিস্থিতিতে পুলিশি কার্যক্রমে সমন্বয় ও প্রত্যক্ষ করার জন্য

সাংবিধানিকভাবে সুবিধার ব্যবস্থা করা উচিত কিনা। আমাদের দৃষ্টিতে সংবিধান (চল্লিশ দ্বিতীয়) সংশোধন 1997 অনুসারে 7 ম তফসিলের ইউনিয়ন তালিকায় এন্ট্রি 2 এ যুক্ত হওয়া এই প্রয়োজনটিকে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি দেয়। আমরা বুঝতে পারি যে এখনও কোন আইন কার্যকর করা হয়নি এবং এখতিয়ার পরিচালনা করতে এখনও কোনও বিধি বা বিধি বিধান করা হয়নি, ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা এবং দায়গুলি যখন তারা ইউনিয়ন তালিকার এন্ট্রি 2 এ অনুসারে কোনও রাজ্যে মোতায়েন করা হয়। আমরা সুপারিশ করি যে এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত আইন / বিধি / বিধিগুলি শীঘ্রই কার্যকর করা হোক।

গ্রুপ দ্বন্দ্ব

১৪.৪৩ কখনও কখনও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিচালনা-শ্রম, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়া, একাডেমিক সংস্থার শিক্ষার্থী ইত্যাদির মতো দুটি সংগঠিত গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত হয় এবং প্রতিটি দল বৈধভাবে অনুভব করতে পারে যে এর কাজগুলি কেবলমাত্র বিদ্যমান অন্যায্য পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বৈধ প্রতিবাদের স্বরূপে এবং সুতরাং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোনও হুমকির পরিমাণ নয়, বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে দুটি গ্রুপ একে অপরের সাথে বিরোধের পাশাপাশি পুলিশকে তৃতীয় গোষ্ঠী - বৃহত্তম গ্রুপের সাথেও লড়াই করতে হবে - যার মধ্যে সাধারণ মানুষ রয়েছে সংঘাতের পরিস্থিতিতে মোটেই জড়িত নয়। আমরা মনে করি যে এই জাতীয় পরিস্থিতির পরিস্থিতি আইন-শৃঙ্খলা বা জনসাধারণের শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে কিনা এই প্রশ্নটি পুলিশ তাদের নিজস্ব বোঝাপড়া এবং সংযুক্ত তথ্যের প্রশংসা করে বিচার করতে হবে, সামগ্রিক জনস্বার্থকে এককভাবে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর স্বার্থ থেকে আলাদা হিসাবে বিবেচনা করা। কেবল এই ভিত্তিতে পুলিশ কর্তৃক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করা উচিত। যখন আইনটির নির্দিষ্ট লঙ্ঘন ঘটে তখন তারপরে পুলিশের হস্তক্ষেপ আইন অনুসারে হতে হয়।

বুদ্ধি সংগ্রহ

১৪.৪৪ বিদ্যমান আইনের অধীনে - পুলিশ আইন,18 61 এর ২৩ ধারা - পুলিশ জনসাধারণের শান্তিতে প্রভাবিত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য দায়বদ্ধ। পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, আমরা মানবদেহ এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত অপরাধগুলি ছাড়াও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অপরাধ তদন্তের জন্য পুলিশের দায়িত্ব স্বীকার করি। এর মতো জনসাধারণের শান্তি সর্বদা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অপরাধ দ্বারা প্রভাবিত নাও হতে পারে। এই অপরাধগুলি কার্যকরভাবে কার্যকর করার সাথে সম্পর্কিত কিছু বুদ্ধি সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। এই অপরাধগুলি মোকাবেলা করার সময় তদন্তকারী সংস্থা সম্ভবত কোনও শূন্যস্থানে কাজ করতে পারে না। সুতরাং, আমরা সুপারিশ করি যে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশ ক্ষমতাগুলি কেবল জনসাধারণের শান্তিকে প্রভাবিত করে না এমন বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ, জাতীয় অখণ্ডতা এবং সুরক্ষা সহ সাধারণভাবে অপরাধের সাথে সম্পর্কিত। এই বিষয়ে আইনী বিধানগুলি কেবলমাত্র বিধানগুলি সক্রিয় করার পদ্ধতিতে হওয়া উচিত যা পুলিশ প্রয়োজনের সাথে বুদ্ধি সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করতে পারে। এই বিষয়গুলিতে সমস্ত বুদ্ধি সংগ্রহের জন্য আইনের কেবল

পুলিশের উপর একচেটিয়া দায়িত্ব রাখা উচিত নয় কারণ আমরা সচেতন যে এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বুদ্ধি অন্যান্য কিছু উন্নয়নমূলক বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থারও এখতিয়ারে আসতে পারে। আমরা আরও সুপারিশ করি যে কোনও পুলিশ সংস্থার প্রস্তাবিত আইন অনুসারে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা ব্যতীত অন্য কোনও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বা সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত নয়। ' এই বিষয়গুলিতে সমস্ত বুদ্ধি সংগ্রহের জন্য আইনের কেবল পুলিশের উপর একচেটিয়া দায়িত্ব রাখা উচিত নয় কারণ আমরা সচেতন যে এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বুদ্ধি অন্যান্য কিছু উন্নয়নমূলক বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থারও এখতিয়ারে আসতে পারে। আমরা আরও সুপারিশ করি যে কোনও পুলিশ সংস্থার প্রস্তাবিত আইন অনুসারে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা ব্যতীত অন্য কোনও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বা সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত নয়। ' এই বিষয়গুলিতে সমস্ত বুদ্ধি সংগ্রহের জন্য আইনের কেবল পুলিশের উপর একচেটিয়া দায়িত্ব রাখা উচিত নয় কারণ আমরা সচেতন যে এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বুদ্ধি অন্যান্য কিছু উন্নয়নমূলক বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থারও এখতিয়ারে আসতে পারে। আমরা আরও সুপারিশ করি যে কোনও পুলিশ সংস্থার প্রস্তাবিত আইন অনুসারে আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা ব্যতীত অন্য কোনও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বা সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত নয়। ' প্রস্তাবিত হিসাবে। ' প্রস্তাবিত হিসাবে। '

পুলিশি কার্যক্রমে ডিসচার্জ করার বিচক্ষণতা

১৪.৪৫ আমরা সচেতন যে পুলিশী কার্যাদি নিঃসরণে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচক্ষণতার অনুশীলনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, বিশেষত কোনও অপরাধ তদন্তের থেকে পৃথক হিসাবে তদন্তের থেকে পৃথক হিসাবে প্রতিরোধমূলক পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে। প্রতিরোধমূলক টহল সংগঠন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ, কৌশলগত সেক্টরে পুলিশ সদস্যদের যথেষ্ট পরিমাণে পুলিশী স্থাপন করা যেমন কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়, তা হলে তাত্ক্ষণিক আগ্রাসী পদক্ষেপের সম্ভাবনা দেখাতে, প্রতিরোধমূলক করা বা না করা ইত্যাদি এ জাতীয় বিষয়গুলি যে কোনও পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার হওয়া, তদন্ত চলাকালীন কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা বা না করা, ট্রাফিক নিয়ম বা আইন নিয়ন্ত্রণের মতো কোনও আইনের ন্যূনতম লঙ্ঘন অনুসরণ করা বা না করা ইত্যাদি পুলিশ ক্ষমতা ব্যবহারে বিবেচনার সাথে জড়িত। আমরা এই মতামত দিচ্ছি যে এই জাতীয় পরিস্থিতিতে বিচক্ষণতার অনুশীলন কেবল সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন ও বিচারের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এ জাতীয় বিষয়ে উদ্ভট বা তাত্পর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি রোধ করার জন্য এ জাতীয় সমস্ত কল্পিত পরিস্থিতি কভার করার জন্য কিছু বিস্তৃত নির্দেশিকা তৈরি করা উচিত। পুলিশ ম্যানুয়ালগুলিতে বর্তমানে এই জাতীয় নির্দেশিকা নেই, যথাযথভাবে প্রশস্ত করা উচিত। এই নির্দেশিকাগুলি স্পষ্ট শর্তে নির্ধারণ করা উচিত এবং জনসাধারণের কাছেও জানা উচিত। মুহূর্তের উত্সাহে ঘোষিত অ্যাডহক ভিউ বা নীতিগুলি মৌখিকভাবে বা অন্যথায় উপরের নির্বাহী শ্রেণিবিন্যাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এ জাতীয় উদ্দেশ্যে নির্দেশিকাগুলির সমতুল্য বলে মনে করা উচিত নয়। গাইডলাইনের অনুপস্থিতিতে,

পুলিশের পক্ষে পরামর্শের ভূমিকা

14.46 আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পুলিশের সীমিত ভূমিকা রয়েছে। এমনকি এই সীমাবদ্ধ ভূমিকা পালনের জন্যও আমরা অনুভব করি যে পুলিশকে গ্রেপ্তার, আটকের আটককরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার চেয়ে কম আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মোকাবিলার জন্য আইনে স্বীকৃত বৃহত্তর সুবিধা থাকতে হবে। এটি স্বীকৃত যে সম্প্রদায়ের প্রতিটি স্বতন্ত্র সদস্য তার ব্যক্তি এবং সম্পত্তির যথাযথ যত্ন নিয়ে অপরাধ কমিশনের সুযোগ কমাতে একটি দুর্দান্ত কাজ করতে পারেন। ইউকেতে পুলিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ হ'ল লোকদের তারা কীভাবে সর্বোত্তম সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখতে পারে তার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া। এটি 1976 সালের পরিসংখ্যান দ্বারা টাইপ করা হয়েছে যেখানে 40,000 ব্যক্তিকে কীভাবে তাদের বাড়ি এবং মোটর-গাড়িগুলি সুরক্ষিত করা যায় সে সম্পর্কে মেট্রোপলিটন পুলিশ (ক্রাইম প্রিভেনশন মোবাইল অ্যাডভাইস ইউনিট) পরামর্শ দিয়েছিল। 20 ছাড়াও, 000 প্রতিরক্ষার জরিপ করা হয়েছিল এবং অপরাধ প্রতিরোধের দিকে 1,900 আলোচনা দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের এই উপদেষ্টা ভূমিকা আমাদের দেশে স্বীকৃত নয়। কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের উদ্যোগে এই কর্মব্যবস্থা এখানে এবং সেখানে সম্পাদন করা হয় বট এই কার্যকারিতাটি সিস্টেমে প্রাতিষ্ঠানিক নয়। একটি আনুষ্ঠানিক সতর্কতা ব্যবহার অনুষ্ঠানগুলিতেও সহায়ক হতে পারে। নাবালকাগুলি পথমুখী হয়ে ওষুধ গ্রহণ, বাহাদুরি ও স্মার্টনেস থেকে চালিত বস্তুগুলিকে রেকর্ডে সতর্ক করা যেতে পারে এবং তাদের অভিভাবকদের যথাযথভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অপরাধীদের খপ্পরে পড়ার বিপদে থাকা ব্যক্তিদের সমাজকল্যাণ সংস্থার নজরে আনা যেতে পারে। কাউন্সেলিং ও সতর্কতাকে অপরাধ প্রতিরোধের দিকে পুলিশি কার্যক্রম হিসাবে আইনী হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং আইন হিসাবে যেমন স্বীকৃত করা উচিত। পুলিশের এই উপদেষ্টা ভূমিকা আমাদের দেশে স্বীকৃত নয়। কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের উদ্যোগে এই কর্মব্যবস্থা এখানে এবং সেখানে সম্পাদন করা হয় বট এই কার্যকারিতাটি সিস্টেমে প্রাতিষ্ঠানিক নয়। একটি আনুষ্ঠানিক সতর্কতা ব্যবহার অনুষ্ঠানগুলিতেও সহায়ক হতে পারে। নাবালকাগুলি পথমুখী হয়ে ওষুধ গ্রহণ, বাহাদুরি ও স্মার্টনেস থেকে চালিত বস্তুগুলিকে রেকর্ডে সতর্ক করা যেতে পারে এবং তাদের অভিভাবকদের যথাযথভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অপরাধীদের খপ্পরে পড়ার বিপদে থাকা ব্যক্তিদের সমাজকল্যাণ সংস্থার নজরে আনা যেতে পারে। কাউন্সেলিং ও সতর্কতাকে অপরাধ প্রতিরোধের দিকে পুলিশি কার্যক্রম হিসাবে আইনী হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং আইন হিসাবে যেমন স্বীকৃত করা উচিত। পুলিশের এই উপদেষ্টা ভূমিকা আমাদের দেশে স্বীকৃত নয়। কয়েকজন পুলিশ আধিকারিকের উদ্যোগে এই কর্মব্যবস্থা এখানে এবং সেখানে সম্পাদন করা হয় বট এই কার্যকারিতাটি সিস্টেমে প্রাতিষ্ঠানিক নয়। একটি আনুষ্ঠানিক সতর্কতা ব্যবহার অনুষ্ঠানগুলিতেও সহায়ক হতে পারে। নাবালকাগুলি পথমুখী হয়ে ওষুধ গ্রহণ, বাহাদুরি ও স্মার্টনেস থেকে চালিত বস্তুগুলিকে রেকর্ডে সতর্ক করা যেতে পারে এবং তাদের অভিভাবকদের যথাযথভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অপরাধীদের খপ্পরে পড়ার বিপদে থাকা ব্যক্তিদের সমাজকল্যাণ সংস্থার নজরে আনা যেতে পারে। কাউন্সেলিং ও

সতর্কতাকে অপরাধ প্রতিরোধের দিকে পুলিশি কার্যক্রম হিসাবে আইনী হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং আইন হিসাবে যেমন স্বীকৃত করা উচিত। একটি আনুষ্ঠানিক সতর্কতা ব্যবহার অনুষ্ঠানগুলিতেও সহায়ক হতে পারে। নাবালকাগুলি পথমুখী হয়ে ওষুধ গ্রহণ, বাহাদুরি ও স্মার্টনেস থেকে চালিত বস্তুগুলিকে রেকর্ডে সতর্ক করা যেতে পারে এবং তাদের অভিভাবকদের যথাযথভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অপরাধীদের খপ্পরে পড়ার বিপদে থাকা ব্যক্তিদের সমাজকল্যাণ সংস্থার নজরে আনা যেতে পারে। কাউন্সেলিং ও সতর্কতাকে অপরাধ প্রতিরোধের দিকে পুলিশি কার্যক্রম হিসাবে আইনী হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং আইন হিসাবে যেমন স্বীকৃত করা উচিত। একটি আনুষ্ঠানিক সতর্কতা ব্যবহার অনুষ্ঠানগুলিতেও সহায়ক হতে পারে। নাবালকাগুলি পথমুখী হয়ে ওষুধ গ্রহণ, বাহাদুরি ও স্মার্টনেস থেকে চালিত বস্তুগুলিকে রেকর্ডে সতর্ক করা যেতে পারে এবং তাদের অভিভাবকদের যথাযথভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অপরাধীদের খপ্পরে পড়ার বিপদে থাকা ব্যক্তিদের সমাজকল্যাণ সংস্থার নজরে আনা যেতে পারে। কাউন্সেলিং ও সতর্কতাকে অপরাধ প্রতিরোধের দিকে পুলিশি কার্যক্রম হিসাবে আইনী হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং আইন হিসাবে যেমন স্বীকৃত করা উচিত।

পুলিশ এবং প্রসিকিউটিং এজেন্সি

১৪.৪ 7 আমরা ইতিমধ্যে আদালতে বিচারের পর্যায়ে পুলিশ এবং প্রসিকিউটিং এজেন্সির মধ্যে কার্যকর আলাপচারিতার প্রয়োজনীয়তাটি প্যারা সুপ্রে দেখিয়েছি। আমরা সুপারিশ করব যে এই বিধানটি পুলিশ আইনেই যথাযথভাবে স্বীকৃত হবে।

তথ্য পদ্ধতি

১৪.৪৮ সমাজে অপরাধমূলক আচরণের জন্য দায়ী বিভিন্ন কারণের পূর্ণ ও যথাযথ মূল্যায়নের জন্য কেবল পুলিশ রেকর্ড থেকে নয়, আদালত, সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠান এবং জেলগুলিতে কার্যনির্বাহী কার্যক্রম ও কার্যক্রম থেকেও বিভিন্ন তথ্য ও তথ্যের একটি যৌথ অধ্যয়ন প্রয়োজন। কিছু সম্পর্কিত বিষয়ে সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলির গভীরতা অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। সুতরাং আমরা অনুভব করি যে অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন শাখা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ইনপুটগুলির উপর ভিত্তি করে একটি ভাল তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরাধ প্রতিরোধ ও অপরাধীদের চিকিত্সার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা পরিকল্পনা করার জন্য একেবারে প্রয়োজনীয়। এই তথ্য সিস্টেমটি অবিচ্ছিন্নভাবে ডেটাগুলির ক্রমবর্ধমান পরিমাণকে হ্যান্ডেল করার জন্য কম্পিউটারাইজড করা উচিত যা একবার এটি শুরু হওয়ার পরে pourালতে পারে। পুলিশ, প্রিমিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে, এই তথ্য সিস্টেমের সংগঠন এবং রক্ষণাবেক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। আমাদের রেফারেন্সের শর্তাদির আইটেম 5 এর সাথে সম্পর্কিত এই প্রতিবেদনের অন্য অধ্যায়ে আমরা অপরাধের রেকর্ড এবং এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান এবং ডেটা বজায় রাখার জন্য বিশদ সেট আপটি বর্ণনা করেছি। '

পরিষেবা-ভিত্তিক ফাংশন

14.49 সবশেষে আমরা পুলিশি কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে এসে পৌঁছলাম যা

বর্তমানে আইন অনুযায়ী স্বীকৃত নয়। এটি পুলিশের পরিষেবা-ভিত্তিক কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত, যা একটি সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে ব্যক্তিদের ত্রাণ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে। এমনকি এখন পুলিশ সদস্যরা অপরাধের প্রতিরোধ ও তদন্তের সাথে সংযুক্ত তাদের সংবিধিবদ্ধ দায়িত্বের বাইরে সাধারণ প্রকৃতির সেবা প্রদান করে তবে এটি মূলত তাদের নিজস্ব উদ্যোগ এবং আগ্রহের উপর নির্ভর করে এবং তাদের ভূমিকার প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে বিবেচনা করে না। সম্মিলিত সঙ্কটের পরিস্থিতি ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের উত্থান ঘটায় যার সময় পুলিশ এমন অনেকগুলি কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে যা আইন প্রয়োগ বা শৃঙ্খলা রক্ষার সাথে সম্পর্কিত নয়। উদাহরণগুলি হ'ল মেরুনেডকে উদ্ধার করা, আহতদের প্রাথমিক চিকিত্সা করা, ধ্বংসাবশেষ সাফ করা, রাস্তা খোলা, লাশ এবং লাশ নিষ্পত্তি এবং খাদ্য ও পোশাক বিতরণে সহায়তা করা। একজন নিঃস্ব বা হারিয়ে যাওয়া মহিলা বা শিশুকে জড়িত ব্যক্তি সঙ্কটের পরিস্থিতিতে পুলিশ চাপটি সাহায্যের প্রত্যাশা করেছিল, তবে তারা সাধারণত এই ভূমিকার উপর জোর দেওয়ার অভাবের কারণে নয়। আইনত লঙ্ঘনের কারণে তারা উত্থাপিত হতে পারে বা না পারে সে ক্ষেত্রে আদর্শগতভাবে একটি পুলিশ পোস্ট নাগরিকদের তাদের যে সমস্যাগুলি তারা পুলিশের সামনে তুলে ধরেছে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে সক্ষম হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, কোনও অপরাধের শিকার নাগরিক আইন দ্বারা ক্ষতিপূরণ চাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ চাইতে পারেন। ট্রাফিক দুর্ঘটনার শিকারদের জন্য এই জাতীয় সহায়তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অতি গুরুত্বপুর্ন; জনগণকে তাদের সহায়তা চাইতে উত্সাহিত করার জন্য পুলিশকে এমন আচরণ করার পক্ষে তাদের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা উচিত, যাকে সম্ভব পরিমাণে দেওয়া উচিত।

14.50 যখন কোনও ফাংশন যথাযথভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে স্বীকৃত হয় না তখন এটি ভালভাবে স্রাব করার কোনও প্রস্তুতি নেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ, পুলিশ বরাবরই বন্যার পরিস্থিতিতে লোকদের সহায়তায় আসে, তবে ভারতে কোনও রাজ্য পুলিশ এর জন্য সত্যিই সজ্জিত নয়: বন্যাকবলিত জেলাগুলিতে উদ্ধার কাজের জন্য নৌকাগুলির অস্তিত্ব নেই, দুর্যোগের পরিকল্পনা নেই এবং পুলিশকর্মীরা কখনও প্রশিক্ষিত হয় না এর জন্য. যদিও কোনও রাজ্য পুলিশের ম্যানুয়াল সাধারণত পুলিশকে একটি নিঃস্বদের সাহায্য করার কথা বলে, সেখানে যে রেন্ডারিং করা যেতে পারে তার সাহায্যের প্রকৃতি কী এবং এই সহায়তা দেওয়ার জন্য কী কী সংস্থান রয়েছে তা অনেক পুলিশ অফিসারকে জানা যায়নি। আমরা সুপারিশ করি যে এই পরিষেবা-ভিত্তিক কার্য সম্পাদন করার জন্য পুলিশকে প্রশিক্ষিত এবং সঠিকভাবে সজ্জিত করা উচিত। কাউন্সেলিং, যা একটি পরিষেবা ক্রিয়াকলাপ সমান উত্সাহ, এছাড়াও প্রস্তুতি এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

উপসংহার

১৪.৫১ পুলিশের নতুন সংজ্ঞায়িত ভূমিকা, কর্তব্য, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমাদের পর্যবেক্ষণের আলোকে, আমরা সুপারিশ করি যে নতুন পুলিশ আইন পুলিশের দায়িত্ব ও দায়িত্বগুলি বর্ণিত করতে পারে—

(i) জনশৃঙ্খলা প্রচার ও সংরক্ষণ;
(ii) অপরাধ তদন্ত, এবং যেখানে উপযুক্ত, অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং এর সাথে যুক্ত পরবর্তী আইনী কার্যক্রমে অংশ নিতে;
(হাই) সমস্যা এবং পরিস্থিতি চিহ্নিত করুন যার ফলে অপরাধের কমিশন হতে পারে;
(iv) প্রতিরোধমূলক টহল এবং অন্যান্য উপযুক্ত পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অপরাধ কমিশনের সুযোগ হ্রাস করা;
(v) অপরাধ প্রতিরোধের জন্য অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা বাস্তবায়নে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সহায়তা ও সহযোগিতা; '
(vi) শারীরিক ক্ষতির ঝুঁকিতে পড়া ব্যক্তিদের সহায়তা;
(vii) জনগোষ্ঠীতে সুরক্ষা বোধ তৈরি এবং বজায় রাখা;
(viii) লোক ও যানবাহনকে সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল সহজতর করা;
(ix) পরামর্শ এবং বিরোধগুলি মীমাংসিত করে এবং সখ্যতা প্রচার করে;
(x) অন্যান্য উপযুক্ত পরিষেবা সরবরাহ এবং সংকটজনিত পরিস্থিতিতে লোকদের ত্রাণ সরবরাহ; i
(xi) সাধারণভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ, জাতীয় সততা এবং সুরক্ষা সহ জনসাধারণের শান্তি ও অপরাধকে প্রভাবিত করে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কিত বুদ্ধি সংগ্রহ; এবং
(xii) আপাতত আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের উপর এইরূপ নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করুন।
উপরের আইটেমটি (ii) পুলিশকে প্রসিকিউশন প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত হওয়ার এবং প্রসিকিউটিং এজেন্সির সাথে কার্যকর মিথস্ক্রিয়া করার আইনী সুযোগ দেবে:
আইটেমগুলি (iii) এবং (v) পুলিশের সাথে একটি স্বীকৃত উপায়ে যুক্ত হওয়ার সুযোগ বহন করবে অপরাধ প্রতিরোধ ও অপরাধীদের সংস্কারের জন্য ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অন্যান্য শাখা। আইটেম (ix) এবং (x) জয় পরিষেবা-ভিত্তিক কার্যকারিতা সম্পাদনের সুবিধার্থে এবং উপযুক্ত পরিস্থিতিতে পুলিশের জন্য পরামর্শ ও মধ্যস্থতার ভূমিকা স্বীকৃতি দেবে।
14.52 এই অধ্যায়টি বন্ধ করার সময় আমরা পর্যবেক্ষণ করতে চাই যে পুলিশ সংস্থার কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসরণ করা উচিত। এগুলি হতে হবে (১) বিশেষত কার্যকর কর্মী এবং আর্থিক পরিচালনার মাধ্যমে সংগঠনটিকে দক্ষতার উচ্চ শিখরে রাখার জন্য; (২) নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ করুন এবং প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসারে বিচক্ষণতা ব্যবহার করুন; (3) তাদের সীমাবদ্ধতা গ্রহণ
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত কিছু হিসাবে ভূমিকা এবং ক্ষমতা এবং তাদের কোনওরকম বা অন্যটি কাটিয়ে উঠতে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা উচিত নয়; (৪) ফৌজদারি বিচার বিভাগের প্রতিটি উপ-সিস্টেমের সাথে এবং কমিউনিটি সার্ভিসেস এবং মিডিয়াগুলির সাথে কার্যকরী সম্পর্ক বজায় রাখা; (৫) গবেষণা এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং

সংস্থার পরিচালন পদ্ধতি আপডেট করা; ()) এবং সর্বোপরি, নিশ্চিত করুন যে সংস্থার প্রতিটি সদস্য দাবি, নিষ্কাশন বা ক্রয়কৃত সেবার পরিবর্তে পরিষেবা সরবরাহ করে।